শ্রমিক কল্যাণ বার্তা

নভেম্বর ২০১০ ইং ■ অগ্রহায়ণ ১৪১৭ বাংলা ■ জিলহজ্জ ১৪৩১ হিজরী ■ মূল্য ৫ টাকা

সাজানো ও ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় অন্যায়ভাবে কারাগারে আটক শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সভাপতি

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

সাবেক এমপি

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

মাস্টার মোঃ শফিকুল আলম সহ

ফেডারেশনের গ্রেফতারকৃত সকল নেতা-কর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ওয়্যারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৮৩৫৮১৭৭, ফ্যাক্স ঃ ৯৩৫৫০৪৪

সাংবাদিক সম্মেলনে এটিএম আজহার

সরকারি দলের খুনাখুনি থেকে জনগণের দৃষ্টি সরাতেই মিরপুরে নাটকের মতো ঘটনা সাজানো হচ্ছে

❖ শহীদের দোয়া অনুষ্ঠান কোন গোপন বৈঠক নয় ❖ জিহাদী বই রাখা কি নিষিদ্ধ?
❖ জিহাদী বইয়ের নামে তারা আল কুরআনকেই টার্গেট করেছে

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ ২০ জন নেতাকর্মীর মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গত ৩১ অক্টোবর রোববার মগবাজার আল-ফালাহ মিলনায়তনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এ. টি.এম. আজহারুল ইসলাম

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলাম জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সেক্রেটারী জেনারেল ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সহ ২০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, মিরপুরে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাদেরকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার করার পরে এখন তাদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো হচ্ছে। তিনি বলেন, তারা ২৮ অক্টোবরের শহীদ হাবিবুর রহমানের জন্য দোয়া মাহফিলে গিয়েছিলেন। এ মাহফিলে শহীদ হাবিবুর রহমানের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা উপস্থিত ছিল। এটা কোন গোপন বৈঠক ছিল না। এটা ছিল একজন শহীদের জন্য দোয়ার মাহফিল। এ সময় পুলিশ ঐ অফিসে ঢুকে অফিস তল্লাশি করে এবং কিছু বই পুস্তক ও কাগজপত্র হস্তগত করে। তিনি আরো বলেন, সরকার পুলিশকে দিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ নির্লজ্জ মিথ্যাচার করাচ্ছে। সরকারি দলের লোকেরা যেভাবে পরস্পর মারামারি ও খুনাখুনি করছে তা থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্যই ২৮ অক্টোবর মিরপুরে এ নাটক সাজানো হয়েছে। তিনি সরকারের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি অধ্যাপক মোঃ তাসনিম আলম,কেন্দ্রিয় কর্মপরিষদ সদস্য এডভোকেট জসীম উদ্দীন সরকার, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ ইজ্জতউল্লাহ, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, ঢাকা মহানগরী জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি নূরুল ইসলাম বুলবুল, সহকারী সেক্রেটারি আবদুল হালিম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান ও ঢাকা মহানগরী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি কবির আহমদ। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

এটিএম আজহারুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, গত ২৮ অক্টোবর বেলা সাড়ে ১১টায় জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহকারী সেক্রেটারী শফিকুল আলম, প্রচার সেক্রেটারি এডভোকেট এস.এম আবদুল হাই ও মিরপুর পশ্চিম থানা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাহফুজুর রহমানসহ ২০ জন নেতাকর্মীকে অন্যায়ভাবে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন ২৮ অক্টোবর ছিল পল্টন হত্যা দিবস। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর শান্তিপূর্ণ সমাবেশে আওয়ামী জোটের সন্ত্রাসীরা লগি-বৈঠা দিয়ে হামলা চালিয়ে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৬ জন নেতা-কর্মীকে হত্যা এবং শত শত নেতাকর্মীকে আহত করেছিল। গুরুতরভাবে আহত অনেকেই বর্তমানে পঙ্গু অবস্থায় জীবন-যাপন করছে। সেই দিন যারা শহীদ হয়েছেন তাদের মধ্যে হাবীবুর রহমান একজন শ্রমিক নেতা ছিলেন। তার পরিবার-পরিজন মিরপুরে বসবাস করছেন। তার পরিবার-পরিজনকে সান্ত্বনা দেয়া এবং শহীদ মোঃ হাবিবুর রহমানের জন্য দোয়া করার জন্য মিরপুর পশ্চিম সাংগঠনিক থানা জামায়াতে ইসলামীর অফিসে একটি দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছিল। এই মাহফিলে অংশগ্রহণ করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহকারী সেক্রেটারি শফিকুল আলম, প্রচার সেক্রেটারি এড. এসএম আবদুল হাই ঐ অফিসে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, এ মাহফিলে শহীদ হাবিবুর রহমানের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা উপস্থিত ছিলেন। এটা কোন গোপন বৈঠক ছিল না। এটা ছিল একজন শহীদের জন্য দোয়ার মাহফিল। এ সময় পুলিশ ঐ অফিসে ঢুকে অফিস তল্লাশি করে এবং কিছু বই-পুস্তক ও কাগজপত্র হস্তগত করে। তারপরে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহকারী সেক্রেটারি শফিকুল আলম, প্রচার সেক্রেটারি এডভোকেট এস.এম আবদুল হাই ও মিরপুর পশ্চিম থানা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাহফুজুর রহমান, থানা কর্মপরিষদ সদস্য তাজিরুল ইসলাম ও শহীদ মোঃ হাবিবুর রহমানের এসএসসি পড়ুয়া পুত্র রুবেল মৃধাসহ ২০ জন নেতা-কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তাদের নামে কোন মামলা নেই। অথচ তাদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হলো।

তিনি বলেন, গ্রেফতার করার পরে প্রচার করা হচ্ছে, তাদের নিকট থেকে নাকি বোমা তৈরির উপকরণ, বোমা জাতীয় বস্তু ও প্রচুর জিহাদী বই উদ্ধার করা হয়েছে। তারা গিয়েছিল একটি শহীদ পরিবারের লোকদের সাথে দেখা করে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে শহীদের জন্য দোয়া করার জন্য। অথচ তাদের কাছ থেকে বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধারের কথা প্রচার করা হচ্ছে। এর চেয়ে নির্লজ্জ মিথ্যাচার আর কি হতে পারে? সরকার পুলিশকে দিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ নির্লজ্জ মিথ্যাচার করাচ্ছে। সরকারি দলের লোকেরা যেভাবে পরস্পর মারামারি ও খুনাখুনি করছে তা থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্যই ২৮ অক্টোবর মিরপুরে এ নাটক সাজানো হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, জামায়াতে ইসলামী ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ২০ জন নেতা-কর্মী একজন শহীদের জন্য আয়োজিত দোয়ার মাহফিলে গিয়েছিলেন। জামায়াতে ইসলামী ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতাদের গ্রেফতার করার পর পুলিশ যেসব কথা প্রচার করছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আজ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনসহ জামায়াতে ইসলামীর কোন সহযোগী সংগঠনের কোন নেতা-কর্মীর কাছ থেকে বোমা বা এ জাতীয় বস্তু উদ্ধারের কোন নজির নেই। তারা অস্ত্র ও সন্ত্রাসের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। জামায়াতে ইসলামী ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতাদের গ্রেফতারের অজুহাত হিসেবে যেসব কথা প্রচার করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাদের কাছ থেকে বোমা বা বোমা সদৃশ কোন বস্তু উদ্ধারের প্রশ্নই আসে না। তিনি বলেন, পুলিশ বলেছে যে, মিরপুর পশ্চিম থানা জামায়াতে ইসলামীর অফিস থেকে প্রচুর জিহাদী বই উদ্ধার করা হয়েছে। জিহাদী বই বলতে তারা কি বুঝিয়েছেন? তারা যে কোন ইসলামী বই পেলেই বলেন জিহাদী বই। জিহাদী বই রাখা কি নিষিদ্ধ? সরকার কি কোন জিহাদী বই বা ইসলামী বই রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে? নিষিদ্ধ জিহাদী বইয়ের কোন তালিকা কি তারা ঘোষণা করেছে? তিনি আরো বলেন, মিরপুর পশ্চিম থানা জামায়াত অফিস থেকে

পুলিশ যেসব বই নিয়ে গিয়েছে তা কোনটাই নিষিদ্ধ নয়। শুধু শুধুই জিহাদী বইয়ের নামে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। পবিত্র কুরআন শরীফের বহু আয়াতে ও রাসূল (সা.)-এর বহু হাদিসে জিহাদ করার জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সরকার কি সেগুলো পড়তে নিষেধ করেছেন? তাহলে জিহাদী বইয়ের নামে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে কি উদ্দেশ্যে? কমিউনিস্ট বিপ্লবের কথাও বলা হয়েছে। সেগুলো কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা ঘরে রেখে অধ্যয়ন করছে। সেগুলো ঘরে রেখে বা পাঠাগারে রেখে অধ্যয়ন করা গেলে জিহাদী বই ঘরে রেখে অধ্যয়ন করা যাবে না কেন? এ থেকে বুঝা যায় সরকার এ দেশ থেকে ইসলাম উৎখাত করতে চায়। জিহাদী বইয়ের নামে তারা আল্লাহ তায়ালার কালাম আল কুরআনকেই টার্গেট করেছে। জিহাদী বইয়ের নামে অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সরকারের অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান এবং জামায়াত-শিবির এবং শ্রমিক কল্যাণের সকল নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এর মধ্যে রয়েছে ৩০ অক্টোবর সভা-সমাবেশ, আগামী ১, ২ ও ৩ নভেম্বর দেশের সকল মহানগরী, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সভা সমাবেশ। ঘোষিত এ কর্মসূচি সফল করার জন্য তিনি জামায়াতে ইসলামীর সকল মহানগরী, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন শাখার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন।

সরকার জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে

(৩৫ পৃষ্ঠার পর)

জনাব আজহার বলেন, সরকার নির্বাচনের আগে জনগণকে যেসব ওয়াদা দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছিল আজ তারা তাদের সেই ওয়াদা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছেন। জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথাও চিন্তা করা হচ্ছে না। সরকার এখন বিদেশী প্রভুদের এসাইনমেন্ট অনুযায়ী কাজ করতেই বেশি ব্যস্ত। তারা ভারতের চাহিদা অনুযায়ী ট্রানজিট, নৌবন্দর, টিপাইমুখ বাঁধ, করিডোর সবকিছু দিতেই আগ্রহী বেশি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী জনগণের সামনে দেশের সমস্যা আর দেশের মানুষের স্বার্থের কথা বলার কারণেই জামায়াত ও জামায়াতের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। জামায়াত যদি দেশের স্বার্থে এবং দেশের মানুষের পক্ষে অবস্থান না নিয়ে সরকারের দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ না করতো তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আজ কোনই মামলা হতো না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। দেশব্যাপী নারী নির্যাতন আর ইভটিজিংয়ের ভয়াবহতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রকৃত অর্থে সরকার নিজেই এই কাজের ইন্ধন দিচ্ছে। সরকার যদি আজ কোরআনের আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে ফরয পর্দাকে আদালতের আদেশের মাধ্যমে বাতিল না করতেন তাহলে দেশে আজ এ পরিস্থিতি হতো না। সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশে ইসলাম ধর্ম আর ইসলামী রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করার পাঁয়তারা করছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে সেই সময়েই দেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা বেশি ঘটেছে। ৪০ বছর আগের মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের নামে সরকার দেশকে বিভক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ ২০০৯ সালের ২৫ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় আমাদের চৌকস ৫৭ জন সেনা অফিসারকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হলো সরকার আজো তার ইন্ধনদাতাদের খুঁজে বের করতে পারলো না। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, যে সরকার মাত্র এক বছর আগের অপরাধের তদন্ত করে বিচার করতে পারে না সেই সরকার কিভাবে ৪০ বছর আগের ঘটনার বিচার করবে। তিনি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, ফেডারেশনের সহ সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার শফিকুল আলম এবং প্রচার সম্পাদক এড. এসএম আব্দুল হাইসহ গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

রাজশাহী ছাত্র শিবিরের নিন্দা ও প্রতিবাদ

গত ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে ঢাকার মিরপুর এলাকায় পূর্বঘোষিত প্রোগ্রাম থেকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়। কোন অভিযোগ ছাড়াই তাকে অবৈধভাবে গ্রেফতার করায় তার গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির রাজশাহী জেলা পশ্চিম সভাপতি জাকির হোসেন, জেলা সেক্রেটারী রাকিবুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আব্দুল কাদির, জেলা স্কুল সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেন, গোদাগাড়ী উপজেলা পশ্চিম সভাপতি রাশেদুল ইসলাম ওমর, গোদাগাড়ী পূর্ব জেলা সভাপতি বেলাল হোসেন। গোদাগাড়ী উপজেলা উত্তর সভাপতি আবুল হাসনাত, গোদাগাড়ী উপজেলা পশ্চিম সেক্রেটারী আনোয়ারুল করীম, গোদাগাড়ী উপজেলা পূর্ব সেক্রেটারী নূর আমিন মানিক প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে শ্রমিক নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবী করেন।

গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে

(৩৬ পৃষ্ঠার পর)

ভারপ্রাপ্ত আমীর বলেন, বর্তমান সময়ে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সরকারি দলের লোকেরাও এখন নিজ দলের লোকদের দ্বারা জুলুমের শিকার হচ্ছে। যে প্রশাসনের মাধ্যমে এতোদিন সরকার জুলুম করেছে, এখন সরকারি দলের লোকজন তাদের উপরই চড়াও হচ্ছে। তারাও এখন জুলুমের শিকার। তিনি বলেন, সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, সরকারি দলের লোক ছাড়া অন্য কাউকে সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ দেয়া হবে না। বর্তমান সরকারতো সৎভাবে ভোট পেয়ে ক্ষমতায় আসেনি। যারা তাদের ভোট দেয়নি তাদের কি চাকুরী হবে না? এটা কখনোই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাম্য নয়। তিনি উল্লেখ করেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যারাই ভোটে নির্বাচিত হন, তারা আর কোন দলের থাকেন না, সকলের নেতা হয়ে যান।

মকবুল আহমদ বলেন, বর্তমান সরকার অতীতে যেমন তাদের কথা রাখেনি, এখনও রাখছে না। তারা ১০ টাকা কেজি চাল খাওয়ানোর কথা বলেছিল, বিনামূল্যে সার দেয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসে নিজেদের করা ওয়াদা ভুলে গেছে। তিনি বলেন, তারা জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে সন্ত্রাসী বলে। কিন্তু এ পর্যন্ত তাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলেই ৮৯ জন খুন হয়েছে। এসব খুনের ঘটনায় কোথাও চিরুনী অভিযান হয়নি। অথচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারাদেশে চিরুনী অভিযান চালিয়ে নিরীহ মানুষদের হয়রানি করা হয়েছে। তিনি বলেন, অনেক সময় মামলাও থাকে না। আগে ধরে নিয়ে গিয়ে পরে মামলায় জড়ানো হয়। তিনি সরকারের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন, আদর্শিক বলয় বৃদ্ধি করতে পারলে, রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে কারো দমন করা যায় না। তিনি মিথ্যাচার অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করতে প্রত্যেককে এক একটি মিডিয়ার ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

মকবুল আহমদ লোক ভয়, রাজনৈতিক দমন নিপীড়নে ভয় না পাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মানুষের মৃত্যু জীবনে একবারই আসে। নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে কেউ মরে না। তিনি উল্লেখ করেন, ভয় একমাত্র আল্লাহকেই পেতে হবে। তিনি বলেন, আমরা জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করছি। সরকার তার ওয়াদা ভুলে গিয়ে জুলুম নির্যাতন করছে। এর প্রতিবাদ করা ঈমানী দায়িত্ব। তিনি ঈমানী দাবি পূরণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সকলের প্রতি আহ্বান জানা।

অধ্যাপক নাজির আহমদ বলেন, দ্বীন হচ্ছে সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার বিধান অর্থাৎ জীবনবিধান। সৃষ্টিজগতের অন্য কোথাও কোন বিশৃংখলা নেই, অশান্তি নেই। কারণ এরা সকলেই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর বিধান মেনে চলে। আল্লাহ মানুষকে তার খলিফা বানিয়েছেন। অন্য কাউকে এ মর্যাদা দেননি আর মানুষের মর্যাদা হচ্ছে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের মধ্যে। তিনি বলেন, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাজ হচ্ছে একামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করা। আমাদের জীবনোদ্দেশ্য হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলন। তিনি ব্যক্তি গঠনের মধ্যদিয়ে সমাজ গঠনের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন জামায়াত ছাড়া ইসলাম নেই। তাই মুসলমানদেরকে সুসংগঠিত হয়ে ইসলামের কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, ১৫০ কোটি মানুষকে ইয়াহুদী খৃষ্টানরা ভয় পায় না, এরা ভয় পায় সংগঠিত ইসলামিক শক্তিকে। জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার কথা বলে এরা দ্বীনি আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করছে। তিনি সকলকে ধৈর্য্যের সাথে দ্বীনী দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

তানভীর হোসাইনসহ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ১৫ নেতাকর্মী মুক্ত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক এবং ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি তানভীর হোসাইনসহ ১৫ জন নেতাকর্মী জয়দেবপুর থানা হাজত থেকে মুক্তি পাওয়ায় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন ও মুক্তিপ্রাপ্ত নেতাকর্মীদের শুভেচ্ছা জানান। নেতৃদ্বয় বলেন, ফেডারেশনের গাজীপুরস্থ কার্যালয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের শ্রম আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চলাকালে গার্মেন্টিসে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটানোর ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পুলিশ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ফেডারেশনের ১৫ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরে গভীর রাত পর্যন্ত থানা হাজতে তাদেরকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের পর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় জয়দেবপুর থানার ওসি আব্দুর রশিদ তাদেরকে ছেড়ে দেন। মুক্তিপ্রাপ্ত নেতাকর্মীরা হলেন- শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক ও ঢাকা বিভাগ উত্তরের সভাপতি মো. তানভীর হোসাইন, গাজীপুর জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান খান, তরিকুল ইসলাম, আব্দুল মতিন, শেখ আলম, আজহারুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, মো. খোকন, মো. জসিম, বাবুল মিয়া, গোলাম মাওলা সেলিম, সাইফুল্লাহ হেলাল, আব্দুল বাতেন, মাওলানা ওমর ফারুক ও জি এম সেলিম।

মিরপুরে অক্টোবরে শহীদদের স্মরণে দোয়া মাহফিলে পুলিশের হানা

জামায়াত নেতা অধ্যাপক মুজিবসহ গ্রেফতার ২০

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর রাজধানী পল্টনে আওয়ামী লীগ ও তার দোসরদের তাণ্ডব, নারকীয় হামলার শিকার শহীদদের স্মরণে আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় হানা দিয়ে পুলিশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতাসহ ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে কোন কিছু উদ্ধার করা না হলেও পুলিশের দাবি তারা বোমা, বোমা তৈরির সরঞ্জাম, জেহাদী বই, লাঠিসোটা উদ্ধার করেছে। এই উদ্ধারের কথা মিডিয়াতে প্রচারের সু-ব্যবস্থা করা হলেও মিডিয়াতে বোমা দেখানো সম্ভব হয়নি।

মিরপুর থানার ওসি কাজী ওয়াজেদ আলী জানান, বোমা সদৃশ ৬টি বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড চেয়ে ঢাকার সিএমএম আদালতে পাঠানো হবে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় ৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মিন্টো রোডের ডিবি অফিসে পাঠানো হয়েছে। বাকীদের থানা হাজতে রাখা হয়েছে। পুলিশের এই অভিযোগের ঘটনা ঘটছে রাজধানীর মিরপুরে। এই ঘটনায় বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছে। স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর শহীদ হাবিবুর রহমানের বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে মিরপুর ১ নম্বর সেকশনের ১/জি/২০ নাম্বার কলওয়ালাপাড়ার মোহর আলীর বাড়িতে অবস্থিত জামায়াতের মিরপুর পশ্চিম সাংগঠনিক থানা অফিসে মিলিত হন। এরপর উপস্থিত সবাই শহীদদের স্মরণে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় মিলিত হন। এ সময় মিরপুর থানা পুলিশ দোয়া মাহফিলে হানা দিয়ে জামায়াতের অফিসটি ঘিরে ফেলে। তারা সেখান থেকে অধ্যাপক মুজিবসহ ২০ জনকে গ্রেফতার করে।

মিরপুর থানায় ডিউটি অফিসার এসআই শিরীন জানান গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছেন- সাবেক এমপি জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, ফেডারেশনের খুলনা বিভাগ দক্ষিণের সভাপতি ও খুলনা মহানগর জামায়াতের নায়েবে আমীর মাস্টার শফিকুল আলম, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার সেক্রেটারি এড.এসএম আবদুল হাই, তাজিরুল ইসলাম, মাহফুজুর রহমান, রুহুল আমিন, মনিরুল ইসলাম, ইদ্রিছ খান, আবদুল্লাহ আল নোমান, ইয়াসিন, নাজমুল হাসান খান, হেমায়েত উদ্দিন, মোস্তাফিজুর রহমান, আবদুল কাইয়ুম, হাফিজ মোহাম্মদ, মোয়াজ্জেম হোসেন, রুবেল মৃধা, একেএম রোকন উদ্দিন, আহসান উল্লাহ পাটোয়ারী ও এটিএম রফিউদ্দিন। মিরপুর থানার ওসি কাজী ওয়াজেদ আলী জানান গ্রেফতারকৃত ২০ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলার বাদী এসআই গোলাম নবী। বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলাটি দায়ের করা হয়। তিনি জানান, গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে বোমা সদৃশ ৬টি বস্তু, লাঠিসোটা,জেহাদী বই, ব্যানার উদ্ধার করা হয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মিরপুর থানার ডিউটি অফিসার

এসআই কুইন জানান গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মিন্টো রোডস্থ ডিবি অফিসে পাঠানো হয়। বাকি ১৫ জনকে থানা হাজতে রাখা হয়েছে। দোয়া মাহফিলে হানা দিয়ে নাটকীয়ভাবে জামায়াতের ২০ জনকে গ্রেফতারের পর মিরপুর থানায় নিয়ে আসা হয়। এরপর ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া ও কমিউনিটি সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে গ্রেফতারের খবরটি এসএমএস করে প্রতিটি মিডিয়াকে জানানো হয়। এরপরই মিডিয়া কর্মীরা ছুটেন মিরপুর থানার উদ্দেশ্যে। মিডিয়াকর্মীদের সামনে জামায়াতের ২০ জনকে হাজির করা হয়। তাদের সামনে টেবিলে হাজির করা হয় বোমা সদৃশ ৬টি বস্তু, বোমা তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম, ধর্মীয় বইসহ অন্যান্য মালামাল। এ সময় মিডিয়া কর্মীরা জামায়াত নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা শহীদদের স্মরণে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা করছিলাম। এ সময় পুলিশ হানা দেয়। পুলিশের এ ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্যমূলক। জামায়াতের আমীর সহ শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতারের পর আমাদেরকেও আটক করার জন্য ষড়যন্ত্রমুলকভাবে পুলিশ আমাদের কাছ থেকে কোন কিছু না পেলেও তারা এখন বলছে অনেক কিছুই পেয়েছে। অথচ এসবের কোন কিছুই তারা জানেন না বলে জানান অধ্যাপক মুজিব।

বাড়ির মালিক মোহর আলী জানান, ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হয়েছিল লাইব্রেরি ও অফিস করার জন্য। এখানে কোন অনৈতিক কাজ, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হতো না। মিরপুর জোনের ডিসি ইমতিয়াজ আহমদ জানান, গ্রেফতারকৃত জামায়াত নেতাদের কাছ থেকে ৬টি শক্তিশালী বোমা, বোমা তৈরির সরঞ্জামাদি, জেহাদী বই উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি জানান বোমাগুলোর প্রত্যেকটিতে টার্মিনাল আছে। এগুলো দেখে মনে হয় বোমাগুলো শক্তিশালী। উদ্ধার করা বইগুলো জেহাদী বলে মনে হলেও বইয়ের উপরে নাম রয়েছে বুনিয়াদি শিক্ষা। অথচ মিরপুর থানার ওসি কাজী ওয়াজেদ আলী জানান, এগুলো বোমা সদৃশ। বোমা কিনা তা পরীক্ষার পর বোঝা যাবে। বইগুলো ধর্মীয় বই।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি

অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ২ দফা কর্মসূচি ঘোষণা

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ৪দিন ব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এবং ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি মাষ্টার শফিকুল আলমসহ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারকৃত ২০ জন নেতাকর্মীর মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম গত ৩১ অক্টোবর ৪দিন ব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আগামী ১, ২, ৩ ও ৪ নভেম্বর দেশের সকল মহানগরী, বিভাগীয় শহর, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ সভা সমাবেশ। ঘোষিত এই কর্মসূচি সফর করার জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সকল মহানগরী, বিভাগীয় শহর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন শাখার প্রতি তিনি উদাত্ত আহবান জানান।

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ৩দিন ব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, আবুল কালাম আজাদ এবং কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার শফিকুল আলমসহ গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ৮ হতে ১০ নভেম্বর ৩ দিন দেশব্যাপী সমাবেশ করার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মদ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাহী পরিষদ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বৈঠকে ফেডারেশনের সহ সভাপতি অধ্যাপক আহসান উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান, সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহ, আবদুল মালেক, মুজিবুর রহমান ভূইয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জামায়াতের ১৯ নেতাকর্মী জেল হাজতে

এ ষড়যন্ত্র সরকারের জন্যই বুমেরাং হবে

—অধ্যাপক মুজিব

রাজধানীর মিরপুর থেকে গ্রেফতার হওয়া জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ ১৯ জন নেতাকর্মীকে রিমান্ড শেষে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। মিরপুর থানা পুলিশ ৩দিন রিমান্ড শেষে তাদের ঢাকা সিএমএম আদালতে হাজির করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট মো. নজরুল ইসলাম তাদের জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পরে আইনজীবীদের মাধ্যমে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, এ ষড়যন্ত্র সরকারের জন্যই বুমেরাং হবে।

আদালতে জামায়াত নেতৃবৃন্দের পক্ষে শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন এডভোকেট আবদুর রাজ্জাক, এডভোকেট এসএম কামাল উদ্দিন, এডভোকেট এস এম সোহরাব আলী, এডভোকেট পারভেজ হোসেন। এসময় জামায়াত নেতৃবৃন্দের পক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট লুৎফর রহমান আজাদ, এডভোকেট দেলোয়ার হোসেন, এডভোকেট শামসুল ইসলাম আকন্দসহ অর্ধশতাধিক আইনজীবী।

শুনানিতে অংশ নিয়ে জামায়াতের নেতৃবৃন্দের আইনজীবীরা বলেন, ২৮ অক্টোবর জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব ঘোষিত দেশব্যাপী দোয়া মাহফিলের কর্মসূচি ছিল। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবেই মিরপুরে জামায়াতের অফিসে দোয়া মাহফিল ছিল। এ

দোয়া অনুষ্ঠানের কথাও পুলিশকে আগেই অবহিত করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ বিনা কারণে তাদের গ্রেফতার করে এনেছে। তারা এ ধরনের ঘটনাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস উল্লেখ করে বলেন, সরকার নিরীহ মানুষদের জানমালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে তাদের কোন নজর নেই। এখন শান্তিপ্রিয় মানুষদের অন্যায়ভাবে হয়রানি করার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে। আইনজীবীগণ বলেন, যে সব জিনিস উদ্ধারের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়নি, তাদেরকে থানায় নেয়ার পরই এগুলো বলা হচ্ছে। তাদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মামলা সাজাতে হয়রানি করার জন্যই নাটক সাজানো হয়েছে। তারা বলেন, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক সংসদ সদস্য, সরকারী কলেজের স্বনামধন্য ইংরেজির সাবেক অধ্যাপক, আইআইসিএল-এ তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তিনি জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি। তাকে হয়রানিমূলকভাবেই গ্রেফতার করে আটকে রাখা হয়েছে। পরে আদালতের অনুমতি নিয়ে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন আইনজীবীরা। সাক্ষাৎ শেষে এডভোকেট কামাল উদ্দিন জানান, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে ষড়যন্ত্রে সরকার পা দিয়েছে তা কারো জন্যই কল্যাণকর নয়। এটা বুমেরাং হতে বাধ্য। তিনি বলেন, দেশের নাগরিকদের এভাবে সাজানো মামলা দিয়ে হয়রানি করলে মানুষ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে। গত ২৮ অক্টোবর বেলা সাড়ে ১১টায় জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহকারী সেক্রেটারী মাস্টার শফিকুল আলম, প্রচার সেক্রেটারি এডভোকেট এসএম আবদুল হাই ও মিরপুর পশ্চিম থানা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাহফুজুর রহমানসহ ২০ জন নেতাকর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

জেল হাজতে প্রেরিত জামায়াতের অন্যান্য নেতাকর্মীরা হলেন তাজিমুল ইসলাম, রুহুল আমিন, মনিরুল ইসলাম, ইদ্রিস খান, আব্দুল্লাহ আল নোমান, ইয়াসিন, নাজমুল হাসান, হেমায়েত উদ্দিন, মোস্তাফিজুর রহমান, আব্দুল করিম আকন্দ, হারিজ মুহাম্মদ, মোয়াজ্জেম হোসেন, রোকন উদ্দিন, আহসান উল্লাহ পাটোয়ারী, রফিউদ্দিন। শহীদ মোঃ হাবিবুর রহমানের স্কুল পড়ুয়া পুত্র রুবেল মৃধার বয়স কম হওয়ায় আদালত তাকে রিমান্ডে নেয়ার আদেশ দেননি।

অধ্যাপক মুজিবসহ ২০ জনকে গ্রেফতারের নিন্দা

জুলুম-নির্যাতন চালানোর পরিণতি কখনো শুভ হতে পারে না

- মকবুল আহমদ

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি এবং সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহকারী সেক্রেটারী শফিকুল আলম ও জামায়াতে ইসলামী মিরপুর পশ্চিম থানা আমীর মাহফুজুর রহমানসহ ২০ জন নেতা-কর্মীকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার এবং তাদের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর মকবুল আহমদ বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ২০০৬ সালে ২৮ অক্টোবর হাবিবুর রহমান পল্টনে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলায় নির্মমভাবে নিহত হন। তার পরিবার পরিজনকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমান জামায়াতে ইসলামী মিরপুর পশ্চিম সাংগঠনিক থানা অফিসে যান। এ সময় পুলিশ জামায়াত অফিস ঘেরাও করে তাদেরকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে। পুলিশ শাহআলী থানা জামায়াতে ইসলামীর অফিস থেকে কাগজপত্র ও বইপুস্তক সহ নিয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা নেই অথচ তাদেরকে পুলিশ সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, পুলিশ তাদের কাছ থেকে বোমা পাওয়া গেছে বলে অপপ্রচার চালিয়ে মিথ্যা মামলা সাজানোর উদ্যোগ নিচ্ছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। সরকারের এহেন অন্যায় আচরণের নিন্দা জানানোর কোনো ভাষা জানা নেই। তিনি আরো বলেন, সরকার দেশ পরিচালনায় সীমাহীন ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার উদ্দেশ্যেই জামায়াতসহ বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করছে যা গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এ ঘটনার মাধ্যমে সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্রই অত্যন্ত নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে। সরকার গোটা দেশকে জেলখানায় পরিণত করছে। এভাবে জুলুম নির্যাতন চালানোর পরিণতি কখনো শুভ হতে পারে না। তিনি সরকারের এ গ্রেফতার অভিযান বন্ধ করার আহ্বান জানান এবং অবিলম্বে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, শফিকুল আলম ও জামায়াতে ইসলামী মিরপুর পশ্চিম থানা আমীর মাহফুজুর রহমান, শ্রমিক নেতা এড. এসএম আবদুল হাই সহ গ্রেফতারকৃত সকল নেতাকর্মীদের মুক্তি দাবি করেন।

অধ্যাপক মুজিবসহ নেতাকর্মীদের

গ্রেফতারে ঢাকা মহানগর জামায়াতের নিন্দা

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহকারী সেক্রেটারি শফিকুল আলম, এড. এসএম আবদুল হাই ও জামায়াতে ইসলামী মিরপুর থানা আমীর মাহফুজুর রহমানসহ ২০ জন নেতাকর্মীকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রেফতার ও তাদের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা ও অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী ভারপ্রাপ্ত আমীর এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ এমপি ও ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি নূরুল ইসলাম বুলবুল যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর শহীদ হাবিবুর রহমান মৃধা পল্টনে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলায় নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। তার পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমান মিরপুর পশ্চিম সাংগঠনিক থানা জামায়াতে ইসলামীর অফিসে যান। এ সময় পুলিশ অতর্কিত জামায়াত অফিস ঘেরাও করে অধ্যাপক মুজিবসহ নেতা-কর্মীদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে। পুলিশ অফিস থেকে কাগজপত্র, বই পুস্তকসহ মূল্যবান আসবাবপত্র নিয়ে যায়। তল্লাশির নামে অফিসে ব্যাপক তছনছ করে এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। নেতৃদ্বয় বলেন, তাদের কাছে বোমা পাওয়া গেছে বলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন অপপ্রচার চালিয়ে মিথ্যা মামলা সাজানোর ষড়যন্ত্র চলছে। সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ দিয়ে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে। সরকার দেশ পরিচালনায় সীমাহীন ব্যর্থতাকে আড়াল করার জন্য জামায়াতে ইসলামীকে টার্গেট করে নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে। যা গণতন্ত্র মানবাধিকার ও আইনের শাসনের পরিপন্থী। এ ঘটনার মাধ্যমে সরকারি ফ্যাসিবাদী চরিত্রই

উলংগভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে জুলুম নির্যাতন চালানোর পরিণতি সরকারের জন্য কল্যাণকর হবে না। নেতৃদ্বয় সরকারেরএ গ্রেফতার অভিযান অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানান এবং অনতিবিলম্বে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, শফিকুল আলম, এড. এসএম আব্দুল হাইসহ গ্রেফতারকৃত সকল নেতাকর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন।

ছাত্র শিবিরের নিন্দা

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম ও সেক্রেটারী জেনারেল ডা. মো. ফখরুদ্দিন মানিক। যুক্ত বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, ২৮ অক্টোবরের শহীদ হাবিবুর রহমানের পরিবারের দোয়া অনুষ্ঠানে যোদগান করা অবস্থায় একজন জাতীয় নেতাকে গ্রেফতার সরকারের নোংরা মানসিকতা ও বাকশালী আচরণের বহিঃপ্রকাশ। নেতৃদ্বয় বলেন, একটি বৈধ রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাকে এভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গ্রেফতার রাজনৈতিক শিষ্টাচার পরিপন্থী। সরকারের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে সরকার বিরোধী দলকে দমন করে গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করতে চায়, এভাবে গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র চলতে পারে না। তারা অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত সকল নেতাকর্মীকে মুক্তি দিয়ে এবং সকল প্রকার হয়রানি বন্ধ করে গণতান্ত্রিক শিষ্টাচারের নজির স্থাপনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সরকার মিথ্যা মামলা সাজিয়ে অধ্যাপক মুজিবসহ ২০ নেতাকর্মীকে

গ্রেফতার করে জঘন্যতম মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে

- শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সহ ২০ জন নেতাকর্মীকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ ইতিহাসের জঘন্যতম মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের এক বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী মাষ্টার শফিকুল আলম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক এডভোকেট এসএম আবদুল হাইসহ গ্রেফতারকৃত ২০ জন নেতাকর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জোর দাবি জানান। ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ বলেন ২০০৬ সালে আওয়ামী লীগ লগি-বৈঠা দিয়ে মানুষ হত্যা করে ইতিহাসের জঘন্যতম মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, এখনো পর্যন্ত এসব খুনের কোন বিচার হয়নি। নেতৃবৃন্দ বলেন, ফখরুদ্দিন, মইন উদ্দিনরা এ খুনের বিচার করেনি। যারা প্রকাশ্যে এ খুন করেছিল পরবর্তীতে তারা ক্ষমতা দখল করেছে এবং সে ষড়যন্ত্রের পথ ধরে আঁতাতের নির্বাচন করে বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। তারা বলেন, শহীদ হাবিবুর রহমান ও শহীদ রুহুল আমীনের হত্যাকারীদের বিচার না হওয়ায় দেশ থেকে ধীরে ধীরে আইনের শাসন উঠে যাচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন,২০০৬ সালের লগি-বৈঠার তাণ্ডব স্মরণ হলে আজও গা শিউরে ওঠে। ২০০৬-এর ২৭/২৮ অক্টোবর এর হত্যাকারীদের বিচার না করায় ফখরুদ্দিন ও মইন উদ্দিনরা যেভাবে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, ঘৃণাভরে মানুষ তাদেরকে স্মরণ করে, ঠিক একইভাবে যারা হত্যা করে আজও দম্ভোক্তি করছে ইনশাআল্লাহ বাংলার মাটিতে এসব খুনিদের বিচার হবে। নেতৃবৃন্দ দেশ থেকে ইসলামী রাজনীতি এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করার তৎপরতা বন্ধ করার দাবি জানান এবং নিরাপরাধী দেশপ্রেমিক নেতা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সহ জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, শিবির ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান। ফেডারেশনের মগবাজারস্থ কার্যালয়ে সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, ঢাকা বিভাগ দক্ষিণ সভাপতি মোহাম্মদউল্লাহ, ঢাকা মহানগরী সভাপতি কবির আহমদ, ঢাকা বিভাগ উত্তর সভাপতি তানভীর হোসাইন, কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মনসুর রহমান, কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদক আবুল হাসেম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মির্জা মিজানুর রহমান প্রমুখ।

চট্টগ্রাম শ্রমিক কল্যাণের বিক্ষোভ সমাবেশ

অধ্যাপক মুজিবসহ গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দিন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চট্টগ্রাম মহানগরী নায়েবে আমীর ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি অধ্যাপক আহছানুল্লাহ বলেছেন, মিথ্যা মামলা দিয়ে বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতার করে গণতন্ত্রের চর্চা জাতির সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। সরকার জামায়াত ও শ্রমিক কল্যাণসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে গণতন্ত্র ধ্বংসের ষড়যন্ত্র শুরু করেছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়ে দুই বছরে উন্নয়নের কোন কাজ না করে, দেশের জনগণের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে বিদেশী প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর রাজধানীর পল্টনে আওয়ামী লীগ ও তার দোসরদের তাণ্ডব ও নারকীয় হামলার শিকার হয়ে জামায়াত শিবির ও শ্রমিক কল্যাণের ১৩ জন নেতা এবং কর্মী শাহাদাৎ বরণ করে। সেই শহীদদের স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল থেকে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ ২০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে মিথ্যা

অস্ত্র ও বোমা দিয়ে মামলা সাজানো হয়। তিনি অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত শ্রমিক কল্যাণ ও জামায়াত নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান। কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সহ গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিতে চট্টগ্রাম মহানগরী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি সভাপতির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম দক্ষিণ বিভাগের সভাপতি মুহাম্মদ ইসহাক, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার সহ-সভাপতি ডাক্তার আবদুল ওয়াছি, সেক্রেটারি ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহের খান, নগর জামায়াতের প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ উল্লাহ, সহকারী সেক্রেটারি কাজী জাহাঙ্গীর হোসাইন, নগর সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রব, নগর প্রচার সম্পাদক এস.এম. লুৎফর রহমান, শ্রমিক নেতা মুহাম্মদ ইউনুছ, এবিএম এহতেশাম উদ্দিন, এডভোকেট ফরিদুল আলম প্রমুখ।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারে রাজশাহী জামায়াতের প্রতিবাদ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাজশাহী জেলা পশ্চিম আমীর মাওলানা আমিনুল ইসলাম, সেক্রেটারী অধ্যাপক আব্দুল খালেক, পূর্ব জেলা আমীর রেজাউর রহমান, সেক্রেটারি মাইনুল ইসলাম, গোদাগাড়ী উপজেলা আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান, পৌরসভা আমীর মাওলানা গোলাম মোর্তজা, কাকনহাট আমীর নজমুল আলম, তানোর উপজেলা আমীর মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, মুণ্ডমালা পৌর সভাপতি আনিসুর রহমান। নেতৃবৃন্দ বলেন, অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছাড়া গ্রেফতার সরকারের ফ্যাসিবাদী বাকশাল চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। তবে সরকারের জেনে রাখা উচিত আধুনিক সভ্য জগতে গণতান্ত্রিক আচরণ ছাড়া জনগণের কাছে কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। অচিরেই এই সরকার ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। তাই অবিলম্বে অধ্যাপক মুজিবকে মুক্তি দিতে হবে।

অবিলম্বে শ্রমিক নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ সকল

নেতাকর্মীকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে

– ১৫ ফেডারেশন ও ট্রেড ইউনিয়ন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃত সকল নেতাকর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন ১৫টি জাতীয়ভিত্তিক শ্রমিক ফেডারেশন ও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। যৌথ বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, মিরপুরের একটি দোয়ার মাহফিল থেকে গত ২৮ অক্টোবর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সহকারী সেক্রেটারী মাস্টার শফিকুল আলম, প্রচার সম্পাদক এডভোকেট এসএম আব্দুল হাইসহ ২০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের মাধ্যমে সরকার আরো একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে। তাদেরকে শুধু গ্রেফতারই করে নাই উপরন্তু নেতৃবৃন্দের নামে মিথ্যাচারের দারুণ নাটক করেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দারিদ্রতা ও বেকারত্বের হার বৃদ্ধি এবং সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতে মানুষের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতেই এসব নাটক সাজানো হচ্ছে। ইতোপূর্বেও সরকার ফেডারেশনের সহ সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, আবুল কালাম আজাদ, অধ্যাপক আহসান উল্লাহ সহ অসংখ্য নেতাকর্মীকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করেছে। নেতৃবৃন্দ দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ কখনই সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয় না। আইনের মাধ্যমে এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়াসহ জাতীয় ইস্যুতে ভূমিকা রাখে। হক কথা বলার জন্য সরকার ইতিপূর্বে বেশ কিছু জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেছে সেই ধারাবাহিকতায় অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ ২০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে। জেল-জুলুম গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে সত্য থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। তারা সরকারের এহেন অন্যায় আচরণ ও স্বৈরাচারী পথ পরিহার করে গণতন্ত্রের পথে ফিরে আসার লক্ষ্যে সকল নেতাকর্মীর মুক্তি দাবি করেন। নেতৃবৃন্দ পবিত্র ঈদুল আযহার পূর্বে ঘোষিত মজুরী কমিশনের আওতায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের ঈদ বোনাস প্রদান ও যাবতীয় বকেয়া পাওনা পরিশোধের জোর দাবি জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি মোঃ আলমগীর মজুমদার, শ্রমিক মজলিশের সভাপতি নূর হোসাইন, জাতীয় শ্রমিক ফোরামের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমিনুল ইসলাম,ব্যক্তি মালিকানাধীন স্টিল রোলিং মিল শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হাসেম, রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সেক্রেটারী মোস্তাফিজুর রহমান মাসুম, জাতীয় গার্মেন্টস কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলাম, কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আশরাফ আলী, রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের সভাপতি এহতেশাম উদ্দিন,টিএন্ডটি শ্রমিক কর্মচারী আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়নের সভাপতি মাহির উদ্দিন, স্থলবন্দর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি শহীদুল ইসলাম মোল্লা, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়নের সেক্রেটারী রুহুল আমিন, চাতাল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, হোটেল রেস্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মুহাম্মদুল্লাহ, পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি কবির আহমদ প্রমুখ।

অধ্যাপক মুজিবের মুক্তির দাবি করলেন

সিলেটের তিন উপজেলা চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট জেলা উত্তরের সভাপতি ও জৈন্তাপুর উপজেলা চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন, জেলা দক্ষিণের সভাপতি ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা লোকমান আহমদ এবং সহ-সভাপতি ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান সাইফুল্লাহ আল হোসাইন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য অধাপক মুজিবুর রহমান সহ আটককৃত নেতাকর্মীদের মুক্তি দাবি জানিয়েছেন। বিবৃতিতে উপজেলা চেয়ারম্যানরা বলেন, সরকার বিরোধীদলকে মিছিল, মিটিং করতে দিচ্ছে না। এমনকি ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠাধারীদের হামলায় শাহাদাৎ বরণকৃত শহীদ পরিবারের সাথে সমবেদনা জানাতে গিয়েছিলেন অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন আমরা কি সমবেদনা জানাতে, এমনকি কাঁদতেও পারবো না। কাদেরকে খুশি করার জন্য আপনারা জামায়াত-শিবিরসহ বিরোধীদলের প্রতি স্টীম রোলার চালাচ্ছেন। এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। একদিন জনগণের কাঠগড়ায় আপনাদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

খুলনা মহানগরী শ্রমিক কল্যাণের প্রতিবাদ সমাবেশ

অধ্যাপক মুজিবসহ সকল নেতাকর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সহ-সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ও নেতৃবৃন্দ অন্যায়ভাবে আটককৃত কেন্দ্রীয় সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সহ সম্পাদকসহ ২০ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা, সাজানো ভিত্তিহীন বানোয়াট মামলায় আটক ও রিমান্ডে

খুলনা বিভাগীয় সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলমসহ ২০ জন নেতাকর্মীর মুক্তির দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনায় প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। খুলনা মহানগরী শাখার উদ্যোগে নিজস্ব কার্যালয়ে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি শ্রমিক নেতা গোলাম রসূলের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমানের পরিচালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা মহানগরী জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর অধ্যাপক আবদুল মতিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা আফতাব উদ্দিন, আবুল হোসেন, মাহফুজুর রহমান, মোমিনুল ইসলাম, জিএম শাহাবুদ্দীন, সাখাওয়াত হোসেন, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

নেয়ার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করেন। পাশাপাশি নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে শ্রমিকদের ঈদের বোনাস ঈদের পূর্বেই দেয়ার দাবি করেন। মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনা এবং কুরআন, ইসলাম ও ইসলামী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া থেকে বিরত থাকার উদাত্ত আহ্বান জানান।

আলেম সমাজের তীব্র প্রতিক্রিয়া

জিহাদী বই বলে তামাশাকারীরা কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে॥ তারা দেশকে অশান্ত করতে চায়

ইসলামী জিহাদ, জিহাদী বই ও ইসলামী বিষয় নিয়ে কিছু ব্যক্তির সাম্প্রতিক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তৌহিদী জনতাসহ আলেম সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তারা পৃথক পৃথক বিবৃতিতে বলেন, কুরআন মজীদেই জিহাদের কথা বলা হয়েছে। জিহাদী বই বলে তামাশাকারীরা মুরতাদ। নাস্তিক-মুরতাদরা কুরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে দেশকে অশান্ত করতে চায়। বাংলাদেশ জাতীয় ফতোয়া বোর্ড এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছে, নাস্তিক, মুরতাদরা কুরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে দেশকে অশান্ত করতে চায়। ইসলামে জিহাদ ফরজ। এ বিধান কুরআন, হাদীস দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। যারা ইসলামী জিহাদ ও জিহাদী বইয়ের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিচ্ছেন তারা মূলত কুরআন হাদীসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে। এক শ্রেণীর নাস্তিক মুরতাদরা দেশকে ধর্মহীন, অকার্যকর, অস্থিতিশীল, অনৈতিকতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনার দিকে ঠেলে দিতে চায়। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ নৈতিকতা নিয়ে আদর্শ মানুষে পরিণত হয়, ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তারা দুর্নীতিবাজ, অনৈতিক ও সন্ত্রাসী জনগোষ্ঠী তৈরি করতে চায়। অতএব আমরা রাষ্ট্র প্রধান, সরকার প্রধান ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে অনুরোধ করছি কুরআনের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলে যারা দেশে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে প্রায় ১০০% ধর্মপ্রাণ মানুষকে শান্ত করুন। অন্যথায় কুরআন মাজীদ রক্ষায় তৌহিদী জনতা জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে

রয়েছেন প্রফেসর ড. মাওলানা আবদুস সালাম মাদানী, প্রফেসর ড. ইয়াহইয়ার রহমান, অধ্যাপক মাওলানা আ ন ম রফিকুর রহমান মাদানী, মুফতি ড. মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী, মুফতি সিকান্দার আলী মাদানী, মুফতি মাওলানা লুৎফর রহমান আল মাদানী, মুফতি মাওলানা নুরুল্লাহ আল মাদানী, মুফতি মাওলানা ইউসুফ আল মাদানী, ড. মুফতি নিজামউদ্দিন, মুফতি আবুল কালাম পাটোয়ারী, ড. মুফতি মাওলানা আবু ইউসুফ খান, মুফতি ডঃ মানজুর-এ-ইলাহী আল মাদানী, প্রফেসর ড. সাইফুল্লাহ মাদানী, প্রফেসর মাওলানা জুনায়েদ আল মাদানী, প্রফেসর মাওলানা মুফতি ইসহাক আল মাদানী, হাফেজ মুফতি মাওলানা আবদুর রহমান, মুফতি মাওলানা নূর হোসাইন কাশেমী, মাওলানা শাহজালাল শরীফ প্রমুখ।

সিলেট মহানগর শ্রমিক কল্যাণ

মুজিবুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দিন

ষড়যন্ত্রমুলকভাবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি, জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও খুলনা মহানগরী নায়েবে আমীর শফিকুল আলমসহ গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে সিলেট মহানগর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে সিলেট কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তী সমাবেশে বক্তারা বলেন, সরকার বিরোধী দলের শান্তিপূর্ণ মিছিল-সমাবেশে বাধা দিয়ে এখন দোয়ার মাহফিলেও বাধা সৃষ্টি করছে। আওয়ামী লগি-বৈঠাধারীদের হামলায় ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর নিহত হাবিবুর রহমান মৃধার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎও দোয়ার মাহফিল থেকে নেতৃবৃন্দকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রেফতার করে। সরকারের পুলিশ নিহত হাবীবুর রহমানের ছেলেসহ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে এখন বোমার নাটক সাজিয়েছে। বক্তারা আরো বলেন, মিথ্যা মামলা আর মিথ্যা নাটক সাজিয়ে কোন আদর্শিক আন্দোলনকে শেষ করা যায় না।

স্থানীয় মসজিদে নামাজ পড়তে না দেয়ার অভিযোগ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের পর নিজ এলাকায় পুলিশের আতঙ্কের সৃষ্টি

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের পর থেকে তার নিজ এলাকায় পুলিশ ব্যাপকভাবে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। পুলিশ স্থানীয় এলাকাবাসীকে মহিশাল বাড়ির মসজিদে নামাজ পড়তে দেয়নি বলে তারা অভিযোগ করছেন। এদিকে অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করাতে এলাকায় দলমত নির্বিশেষে সকলের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

সম্প্রতি মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ঢাকা থেকে জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এর পর থেকে বিশেষ করে তাঁর নিজ এলাকা রাজশাহীর গোদাগাড়ী মহিশালবাড়ী এলাকার মানুষের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ওই দিন থেকেই এলাকাবাসী মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এদিন পুলিশ নিরবতা পালন করলেও হঠাৎ করে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করছে। অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের গ্রামের বাড়ি গোদাগাড়ী উপজেলার সাগরপাড়া ও মহিশালবাড়ি এলাকায় গোয়েন্দা পুলিশ ও পুলিশ টহল দিয়ে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। একই সাথে মহিশালবাড়ী এলাকায় স্থানীয় জামায়াত অফিস পুলিশ ঘিরে রাখে। এতে জামায়াত নেতাকর্মীদের মাঝে গ্রেফতার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসী অভিযোগ করেন,

মহিশালবাড়ী মসজিদে পুলিশ মুসুল্লিদের নামাজ পড়তে বাধা দেয়। এদিকে ইসলামী হাফিজিয়া মাদ্রাসায় কয়েকদফা হানা দিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ। একই সাথে তারা মাদরাসার শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের থানায় নিয়ে যাবার হুমকি দিয়েছে বলে জানা গেছে। বিএনপি'র থানা সভাপতি ইসাহাক আলী পুলিশের এই বাড়াবাড়ি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার তাদের সকল অপকর্ম আড়াল করতে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়েই জামায়াতের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করছে। এর মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। তিনি অবিলম্বে অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করেন। এদিকে অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করাতে এলাকায় দলমত নির্বিশেষে সকলের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

রিকশা শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের দাবী

শ্রমিক নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ সকল নেতাকর্মীকে মুক্তি দিন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ ২০ জন নেতাকর্মীর মুক্তির দাবিতে ঢাকা মহানগরী রিকশা শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের উদ্যোগে মোঃ মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আমিনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান ও ঢাকা মহানগরী সভাপতি কবির আহমদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মির্জা মিজানুর রহমান, মোঃ মাহির উদ্দিন, আনোয়ার হোসেন, মোঃ হারুনুর রশীদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথি বলেন, ২০০৬ সালের আওয়ামী সন্ত্রাসী চক্রের পৈশাচিক হামলায় নিহত হাবিবুর রহমানের হত্যার বিচারের পরিবর্তে ২০১০ সালের ২৮ অক্টোবর শহীদের নাবালক ছেলে রুবেলসহ ২০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে যা খুবই লজ্জাজনক। বর্তমান সরকার ভারতের স্বার্থে বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করতে যেয়ে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে বাধা মনে করে। তিনি অন্যায়ভাবে গ্রেফতারকৃত অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ সকল নেতাকর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন এবং সরকারকে স্বৈরাচারী পথ পরিহার করে গণতন্ত্রের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক মুজিব সহ সকল নেতাকর্মীর মুক্তি দাবি করেছে টিএন্ডটি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন

বাংলাদেশ টিএন্ডটি শ্রমিক কর্মচারী আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়নের সভাপতি মহির উদ্দিন ও সেক্রেটারী জেনারেল নজরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃত জামায়াতের সকল নেতাকর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর রাজধানীর পল্টন মোড়ের রাজপথে আওয়ামী লীগের হায়েনাদের লগি-বৈঠার আঘাতে নির্মমভাবে শহীদ হন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরীর মিরপুর থানার নেতা হাবিবুর রহমান মৃধা। সেদিনকে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক দিন হিসেবে বিশ্ববাসী মনে করে। সেই পৈশাচিক হামলায় শহীদ হাবিবুর রহমানের পরিবারবর্গের সাথে মতবিনিময় এবং শহীদের রুহের মাগফিরাত কামনায় মিরপুরে একটি দোয়ার মাহফিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন শ্রমিক নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। কিন্তু গত ২৮ অক্টোবর দুপুরে পুলিশ অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ দোয়া মাহফিল থেকে ২০ জন নেতাকর্মীকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে আরো একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। দোয়া মাহফিল থেকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে তাদের সামনে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছে মিরপুর পুলিশ। তারা টেবিলের উপর বোমা সদৃশ বস্তু ও কিছু তার এবং মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' সেটের সাথে একটি সাদা কাগজে জিহাদী বই লেখা সেঁটে দিয়ে মিডিয়ায় প্রচার করে যে, গ্রেফতারকৃতদের নিকট থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এহেন মিথ্যাচারের আর দ্বিতীয় কোন নজির আছে বলে জানা নেই। নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের সৎ মানুষদেরকে বোমাবাজ হিসেবে চিহ্নিত করে, কুরআন-হাদীসকে জিহাদী বই হিসেবে চিহ্নিত করে পুলিশ প্রশাসন কাকে খুশি করতে চাচ্ছেন তা আজ স্পষ্ট হয়েছে। তারা মূলত ইসলামের শত্রু ইহুদী-নাসারাদেরকে খুশি করার জন্যই এহেন মিথ্যাচার করছে। এতে করে তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করছে। এর ফলে আল্লাহর আযাব ও গজবকে আহ্বান করা হচ্ছে।

শ্রমিক নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে সরকারের পায়ের নীচে মাটি নেই

রিকশা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি শ্রমিক নেতা জামিল আহমদ রাজু বলেছেন, গত ২৮ অক্টোবর সম্পূর্ণ মিথ্যা অজুহাতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি '৮৬ সালের পার্লামেন্টারি বোর্ডের নেতা শ্রমিক নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে সরকারের পায়ের নীচে আর মাটি নেই। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীদের দালালী করে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না। সিলেট মহানগর দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত মিছিল উত্তর সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। দোকান শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি মো. আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল আলীমের পরিচালনায় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের সভাপতি মো. খোরশেদ আলম, রিকশা শ্রমিক ওয়ার্ডের সভাপতি আব্দুস সাত্তার মুন্না, রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সহসভাপতি আবুবকর, শ্রমিক নেতা সাহেদ আলী, জিল্লুর রহমান, বদরুজ্জামান, রাজু, হাসান খান মিলন, সাজ্জাদুর রহমান, মাঈনুল ইসলাম প্রমুখ।

রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের সভা

সরকারের জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে

বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগ ঢাকা শাখার উদ্যোগে শাহজাহানপুরস্থ ঢাকা শাখা কার্যালয়ে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ সকল নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শাখা সভাপতি এসএম আমিনুর রহমান সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাঃ আমিনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশন ঢাকা মহানগরীর সভাপতি কবির আহমদ। বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরীর সহসভাপতি মির্জা মিজানুর রহমান, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, বিআরআইএল ঢাকা শাখার সেক্রেটারী মো. মিজানুর রহমান ভূইয়া, মো. ওমর ফারুক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে মিথ্যা মামলায় শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতিকে গ্রেফতারের নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতা মিয়া গোলাম পরোয়ার, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মাস্টার শফিকুল আলম, এডভোকেট এ এস এম আবদুল হাই সহ নেতাকর্মীদের মুক্তি দাবি করে বলেন, সরকার শত শত শ্রমিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে। এই সরকার চক্রান্তের মাধ্যমে সফল মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে গ্রেফতার করেছে। সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতেই এই অপচেষ্টা বলে তিনি উল্লেখ করেন। এই জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদে তিনি শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

সিলেট মহানগর শ্রমিক কল্যাণের উদ্যোগে সমাবেশ

অবিলম্বে শ্রমিক নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিন

- এডভোকেট জুবায়ের

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট এহছানুল মাহবুব জুবায়ের বলেছেন, সরকার অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে জনসম্মুখে তাদেরই ইশারায় পুলিশ দিয়ে রোমান্টিক নাটক সাজিয়ে বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের সহ-সভাপতি ও

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব মকবুল আহমদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে উপস্থিত মেহমানবৃন্দ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী মগবাজার শাখার রিক্সা ও ভ্যান চালক শ্রমিকদের নিয়ে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলাম

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব মকবুল আহমদের সাথে দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে মত বিনিময় করছেন সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী শাখার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব মকবুল আহমদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নবগঠিত রংপুর বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত ট্রেড ইউনিয়ন লীডারশীপ ক্যাম্পে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী সদর অঞ্চল শাখার উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতির সাথে মত বিনিময় করছেন তেজগাঁ শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক গোপালগঞ্জ জেলা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য মৃত্যুপথযাত্রী মাওলানা এমদাদুল হকের শয্যাপাশে মুনাজাত করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর কারামুক্ত নেতাকর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর মাওলানা শামসুল ইসলাম এমপি

রিক্সা শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সাথে দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে মত বিনিময় করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতাকর্মীদের মুক্তির ব্যাপারে ব্যাংক ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করছেন অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি

বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগ ঢাকা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ গ্রেফতারকৃত জামায়াত-শিবির ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারে নারায়ণগঞ্জ শিল্পাঞ্চল শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি সদ্য কারামুক্ত অধ্যাপক আহসান উল্লাহর হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিচ্ছেন মহানগরী ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবীতে ঢাকা জেলা উত্তর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর উদ্যোগে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন খুলনা মহানগরী জামায়াত সেক্রেটারী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃত সকল নেতা-কর্মীর মুক্তির দাবীতে ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের সমাবেশে বক্তৃতা করছেন বিভাগীয় সভাপতি জনাব মোহাম্মদ ইছহাক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, কুমিল্লা শহর আয়োজিত ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ সকল নেতা-কর্মীর মুক্তির দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কুমিল্লা শহরের প্রধান উপদেষ্টা জননেতা জনাব কাজী দ্বীন মোহাম্মদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, কুমিল্লা শহরের উদ্যোগে অসহায় গরীব শ্রমিকদের মাঝে সেমাই ও চিনি বিতরণ করেন চট্টগ্রাম বিভাগের প্রধান উপদেষ্টা জননেতা জনাব মোঃ আব্দুর রব, শহরের প্রধান উপদেষ্টা জনাব কাজী দ্বীন মোহাম্মদ ও শহর সভাপতি জনাব মজিবুর রহমান ভূঁইয়াসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা শহর আয়োজিত ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ সকল নেতাকর্মীর মুক্তির দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন শহর সভাপতি জনাব মজিবুর রহমান ভূঁইয়া।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা শহরের উদ্যোগে অসহায় গরীব শ্রমিকদের মাঝে রিক্সা বিতরণ করেন কুমিল্লা শহরের প্রধান উপদেষ্টা জননেতা জনাব কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, শহর সভাপতি জনাব মজিবুর রহমান ভূঁইয়াসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

চট্টগ্রাম ফেডারেশনের সদর অঞ্চলের উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মহানগরী সভাপতি অধ্যাপক আহসান উল্লাহ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবীতে চট্টগ্রাম মহানগরী আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মহানগরী সহসভাপতি ডাঃ আব্দুল ওয়াছি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে। তিনি বলেন, এভাবে গ্রেফতার নাটক দিয়ে আপনাদের সীমাহীন ব্যর্থতা ঢাকতে পারবেন না। দেশ পরিচালনায় লাশ, গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা, চাপাবাজি, বোমাবাজি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখলবাজি ছাড়া কিছুই দিতে পারেন নাই। তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। শাখা সভাপতি মাওলানা সোহেল আহমেদের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক জামিল আহমদ রাজুর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণের কেন্দ্রীয় সহকারী জেনারেল সেক্রেটারি মোঃ ফখরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা মোঃ শাহজাহান আলী, মামুন খান, আতিকুর রহমান, আব্বাস আলী, ফারুকুজ্জামান খান, আব্দুস সাত্তার মুন্না, রাশেদ আহমদ চৌধুরী, শাহ মিজানুর রহমান, বদরুজ্জামান, খুরশিদ আলম, ফরিদ আহমদ প্রমুখ।

এদিকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা সোহেল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক জামিল আহমদ রাজুর এক যৌথ বিবৃতিতে অবিলম্বে অন্যায়ভাবে ষড়যন্ত্রমুলকভাবে গ্রেফতার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের সহ-সভাপতি সাবেক এমপি শ্রমিক নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন। অন্যথায় শ্রমিক-জনতা তাদের নেতাকে মুক্ত করতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে। এছাড়াও সিলেট মহানগর দোকান কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ আতিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবদুল আলীম এক যৌথ বিবৃতিতে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রেফতারকৃত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ সকল কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শ্রমিক নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন। অন্যথায় শ্রমিক-জনতা এমন দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে তাতে সরকার পালাবার পথ পাবেনা।

১০টি সিবিএ ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

অবিলম্বে শ্রমিক নেতা অধ্যাপক মুজিবসহ সকল নেতাকর্মীকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃত সকল নেতাকর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছেন ১০টি সিবিএ এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন নেতৃবৃন্দ। যৌথ বিবৃতিতে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে সন্ত্রাসীরা শ্রমিক নেতা হাবিবুর রহমানসহ ৬ জনকে লগি-বৈঠার আঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করে। সেই পৈশাচিক হামলায় শহীদ হাবিবুর রহমানের পরিবারবর্গের সাথে মতবিনিময় এবং শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়ার মাহফিল থেকে গত ২৮ অক্টোবর ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সহকারী জেনারেল সেক্রেটারী মাস্টার শফিকুল আলম, প্রচার সম্পাদক এড. এসএম আব্দুল হাইসহ ২০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের মাধ্যমে সরকার আরো একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে। তাদেরকে শুধু গ্রেফতারই করেনি উপরন্তু নেতৃবৃন্দের নামে মিথ্যাচারের দারুণ নাটক করেছে। আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দারিদ্রতা, বেকারত্বের হার বৃদ্ধি এবং সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতে মানুষের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতেই এসব নাটক সাজানো হচ্ছে। ইতোপূর্বেও সরকার ফেডারেশনের সহসভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, আবুল কালাম আজাদ, অধ্যাপক আহসানউল্লাহ সহ অসংখ্য নেতাকর্মীকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করেছে।

নেতৃবৃন্দ দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ কখনই সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয় না। আইনের মাধ্যমেই শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া আদায়সহ জাতীয় ইস্যুতে ভূমিকা রাখে। হক কথা বলার জন্য সরকার ইতিপূর্বে বেশকিছু জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেছে সেই ধারাবাহিকতায় অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সহ ২০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে। জেল-জুলুম গ্রেফতারের ভয় দেখিয়ে সত্য থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। সিবিএ ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ সরকারের এহেন অন্যায় আচরণ ও স্বৈরাচারী পথ পরিহার করে গণতন্ত্রের পথে ফিরে আসার লক্ষ্যে অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ সকল নেতাকর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ইসলামী ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়নের

সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সেক্রেটারী নূরুল হক, লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন সভাপতি খলিলুর রহমান, সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইসমাইল, অটোট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ সফিউল্লাহ, সেক্রেটারি শরিফ আল আমীন, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আদর্শ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি শহিদুল ইসলাম মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক আবু ছিদ্দিক, ঢাকা মহানগরী হিউম্যান হলার শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়ন সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সেক্রেটারী আবুল কাসেম, আদর্শ কনস্ট্রাকশন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সহিদ উল্লাহ চৌধুরী, সেক্রেটারী মোহাম্মদ ইউছুফ, রমনা রিকশা ভ্যান শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের সহসভাপতি কবির হোসেন, সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, ঢাকা দোকান শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সেক্রেটারি মোহাম্মদ আজিজুল হক, ঢাকা মহানগর কম্পিউটার এসোসিয়েশন কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ মারফত আলী, সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম, প্রেস শ্রমিক কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ সামছুদ্দিন, সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম, ইউসিবিএল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান উল্লাহও সেক্রেটারি মোঃ রুহুল আমীন।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আলোচনা সভা

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী সভাপতি কবির আহমদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রিয় সভাপতি আমিনুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী সহ-সভাপতি মির্জা মিজানুর রহমান, সেক্রেটারি মোঃ মাহির উদ্দিন, দফতর সম্পাদক নূরুল আমিন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমিনুল ইসলাম বলেন, ১৯৭৫ সালে একদলীয় বাকশালকে এদেশের সিপাহী-জনতা বরদাশত করতে পারে নাই বলেই সেদিন সিপাহী-জনতার বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সে সময় অনেক চক্রান্ত হলেও ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী শক্তির বিজয় হয়েছে। কিন্তু এরপরও চক্রান্ত হয়েছে, চক্রান্ত চলছে। তিনি বলেন ভারত ট্রানজিট, টিপাইমুখ বাঁধসহ নানাভাবে এই দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়। স্বাধীন দেশকে অর্থনৈতকভাবে পরাধীন করতে চায়। ৭ নভেম্বরের চেতনায় তাই শ্রমিক জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশ বিরোধী, ঈমান-আকিদা বিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি। তিনি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তিদানের দাবি জানান।

অধ্যাপক মুজিবসহ গ্রেফতারকৃত

নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি দাবি

- নারায়ণগঞ্জ শ্রমিক কল্যাণ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারকৃত সকল নেতাকর্মীর মুক্তি দাবি করেছে নারায়ণগঞ্জ জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। খানপুরস্থ ফেডারেশন কার্যালয়ে ফেডারেশনের জেলা সেক্রেটারি মোঃ নূরুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা মুইনুদ্দিন আহমাদ। বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতা এইচএম নাছির উদ্দিন ও মোঃ নিজাম উদ্দিন প্রমুখ।

প্রধান অতিথি মাওলানা মুইনুদ্দিন আহমাদ বলেন, দেশ চালাতে ব্যর্থ বর্তমান সরকার ২৮ অক্টোবরের পল্টন হত্যার খুনীদের রক্ষা করার জন্য মামলা প্রত্যাহার করছে। সেদিনের শহীদদের দোয়ার মাহফিল থেকে অধ্যাপক মুজিবকে গ্রেফতার করে সরকার ফ্যাসিবাদীর পরিচয় দিয়েছে। আমরা অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে সকল নেতাকর্মীর মুক্তি দাবি করছি।

জেল জুলুম নির্যাতন চালিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ বন্ধ করা যাবে না

ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আ.ন.ম শামসুল ইসলাম এমপি

জাতীয় সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর মাওলানা শামসুল ইসলাম বলেছেন, ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। আর এ কাজ করলে ইসলাম বিরোধী শক্তি এর বিরোধীতা করবে এটাই স্বাভাবিক। নবী-রাসূলগণ যখন দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন তখনই তাদের উপর চালানো হয়েছে চরম নির্যাতন। তিনি বলেন, জালিমের জুলুমের মোকাবেলায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে এবং দ্বীন

প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারকৃত জাতীয় ও ইসলামী নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম সদর অঞ্চল আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও চট্টগ্রাম সদর অঞ্চলের সভাপতি এস.এম লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মহানগরী সেক্রেটারী আবু তাহের খান, সদর অঞ্চলের সহ সভাপতি আহমদ সফি শিকদার, সেক্রেটারী মকবুল আহমদ, কাজী রফিকুল হক, জাফর আলম, আব্দুল কাদের প্রমুখ।

সুরঞ্জিত বাবুরা মুসলমানদের জন্য ঈমান বিহীন

সংবিধান চালু করতে চান

-অধ্যাপক মুজিব

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা জেলা উত্তরের বিভিন্ন দায়িত্বশীলদের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, ইসলামী আন্দোলনের উপর অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে বড় ধরনের পরীক্ষা চলছে। আর ইসলামী আন্দোলন কখনো পরীক্ষা ছাড়া হয় না। তিনি বলেন, সরকার মানবতা বিরোধী কাজ করছে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং দেশের সংবিধান লংঘন করছে। অধ্যাপক মুজিব বলেন, সরকার খেটে খাওয়া মানুষের রুটি রুজির পথ বন্ধ করে দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে অর্ধাহারে অনাহারে রাখতে চায়। তিনি আরো বলেন, অতীতে যারাই ইসলাম এবং মানবতার উপর আঘাত হেনেছে তারাই ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি অতীত থেকে সরকারকে শিক্ষা নেয়ার আহ্বান জানান। বোরকা পরিহিত পর্দানশীল ছাত্রীদেরকে অসম্মান করা এবং কোরআন ও হাদীসের বইকে জঙ্গি বই বলে অপমান করা থেকে বিরত থাকার দাবি জানিয়ে বলেন, এর পরিণতি ভালো হবে না। তিনি সময় থাকতে সরকারকে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া থেকে বিরত থাকার দাবী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সুরঞ্জিত বাবুরা আমাদেরকে ৭২-এর সংবিধানের নামে পুনরায় ঈমান বিহীন শাসনতন্ত্র দিতে চান। তিনি সরকারকে হুঁশিয়ার করে বলেন, সুরঞ্জিত বাবুদের দিয়ে ইসলাম ধর্মের নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে পরিণাম ভাল হবে না। তিনি জেলা দায়িত্বশীলদের আরো সাংগঠনিক কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে দাওয়াতী কাজ সম্প্রসারণের আহ্বান জানান এবং কেন্দ্র ঘোষিত গণসংযোগ সপ্তাহ সুষ্ঠুভাবে পালনের আহ্বান জানান। জেলা সভাপতি জনাব মোঃ মনসুর রহমান-এর সভাপতিত্বে সাভারস্থ পল্লী বিদ্যুৎ বাসস্ট্যান্ড কার্যালয়ে গত ২২ মার্চ জেলার বিভিন্ন দায়িত্বশীলদের সভায় তিনি উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ বিভাগের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ।

আঞ্চলিক সভাপতি সম্মেলন অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আহছানুল্লাহ

সংসদকে পাশ কাটিয়ে আইন রচনা করা সংবিধান পরিপন্থী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি অধ্যাপক আহছানুল্লাহ বলেছেন, আদালতের ঘাড়ে বন্দুক রেখে সংসদকে পাশ কাটিয়ে আইন রচনা করা সংবিধান পরিপন্থী। তিনি বলেন, সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দেশকে ধর্মহীন করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ধর্মহীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন, ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের মিথ্যা অজুহাতে গ্রেফতার নির্যাতন, যুদ্ধাপরাধীর বিচারের নাটক সাজিয়ে জামায়াতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও বিদ্যুতের অব্যাহত লোডশেডিং-এর কারণে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সারা

দেশে হত্যা সন্ত্রাস রাহাজানি, ধর্ষণ দেশকে নরকে পরিণত করেছে। মন্ত্রী-এমপিরা দেশ গড়ার কাজে অংশ না নিয়ে দেশকে সংঘাতে ও বিভাজনের দিকে ঠেলে দেয়ার কাজে ব্যস্ত। তিনি বিভক্তির রাজনীতি পরিহার করে দেশ গড়ার কাজে অংশ নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি অবিলম্বে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারকৃত জনগণের প্রিয় নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সহ সকল জামায়াত-শিবির ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতা-কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি দেবার দাবী জানান। তিনি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর আঞ্চলিক সভাপতি সম্মেলনে সভাপতির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। আরও বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি ডাঃ আব্দুল ওয়াছি, সেক্রেটারী আবু তাহের খান, সহকারী সেক্রেটারী কাজী জাহাঙ্গির হোসাইন, প্রচার সম্পাদক এস.এম. লূৎফর রহমান, শ্রমিক নেতা আবদুল হক, মকবুল আহমদ, এনামুল কবির, মোঃ জাকারিয়া, মোঃ নূরুন্নবী, গোলাম রব্বানী, আব্দুস সোবহান, মোঃ আলমগীর, জাহাঙ্গির আলম ইদ্রিস আলী প্রমুখ।

সরকার ঘোষিত পাটকল চালু করে সকল শ্রমিককে

স্ব-পদে চাকরিতে পুনঃ বহাল করুন

- অধ্যাপক মুজিব

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি বলেন, সরকার খুলনার বন্ধকৃত পাটকল চালু করার যে ঘোষণা দিয়েছে তার জন্য অভিনন্দন জানাই এবং সাথে সাথে পাটকল চালু করে সকল শ্রমিককে স্ব-পদে চাকরিতে পুনঃবহাল করার দাবি করছি। তিনি বলেন, সরকার দেশ থেকে ইসলামি রাজনীতি এবং ইসলামি ব্যক্তিত্বকে উৎখাত করতে বিভিন্নমুখী অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী বাকশালী সরকার বাম ও রামদের পরামর্শে কুরআন হাদিসের বিষয়কে পর্যায়ক্রমে এসএসসি পর্যায় থেকে বাদ দেয়ার জন্য সার্বজনীন শিক্ষানীতি বলে ধর্মহীন শিক্ষানীতি চালু করতে চায়। তিনি বলেন, এ ধরনের ধর্মহীন শিক্ষানীতি চালুর ব্যাপারে প্রধান বাধা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। তাই সরকার বামদের পরামর্শে শিক্ষাঙ্গন থেকে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে দুরে সরিয়ে রাখার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে ইসলামের আদর্শে লালিত ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে যুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে। অধ্যাপক মুজিব বলেন, একদিকে আদালতের কাঁধে বন্দুক রেখে ৭২ এর ঈমানহীন সংবিধান চালু করে সুরঞ্জিত বাবুদের দিয়ে ধর্মহীন রাজনীতি আর চলবে না বলে ঘোষণা দেন, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ হবে না বলে ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে দেশের আলেম ওলামাদের বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত করছে।

অধ্যাপক মুজিব বলেন, একদিকে খেটে খাওয়া মানুষের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই, অন্যদিকে চাল, ডাল ও তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে সীমাহীন দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ দলীয়করণ করে সাধারণ মানুষের শেষ আশ্রয়স্থলকে কুক্ষিগত করেছে। তিনি বলেন, অতীতে যারাই স্বৈরাচারি কায়দায় বিরোধীদের উপর যুলুম নির্যাতন করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তিনি হুঁশিয়ার করে বলেন, পর্দা ইসলামে ফরজ। কোন মুসলিম দেশে মুসলমান নারীদেরকে বোরকা পরা থেকে বিরত রাখতে আদেশ দিতে পারে না। মুসলমানরা কুরআনের অবমাননা সহ্য করবে না। অধ্যাপক মুজিব বলেন, সুরঞ্জিত বাবুরা ইসলাম ধর্মকে নিয়ে কটাক্ষ করার সাহস দেখাচ্ছে। তিনি সরকারকে সাবধান করে বলেন, সুরঞ্জিত বাবুদের দিয়ে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলার পরিণাম ভাল হবে না।

তিনি ফেডারেশনের মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বই বাঁধাই শ্রমিকদের এক অনুষ্ঠানে উপরোক্ত কথা বলেন। অধ্যাপক মুজিব বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদসহ জামায়াতের নেতৃবৃন্দ এবং আটক ছাত্রশিবির ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তিদানের দাবি জানান। এডঃ এস এম আবদুল হাই-এর পরিচালনায় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাষ্টার শফিকুল আলম, মনসুর রহমান, আজহারুল ইসলাম, এড. জাকির হোসাইন এবং আবুল হোসেন প্রমুখ।

ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সম্মেলনে এস.এম লুৎফর রহমান

বর্তমানে শ্রমিক কর্মচারীরা অভুক্ত জীবন যাপন করছে

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও চট্টগ্রাম সদর অঞ্চলের সভাপতি এস এম লূৎফর রহমান বলেছেন, বর্তমানে শ্রমিক কর্মচারীরা অভুক্ত জীবন যাপন করছে, তারা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের ওয়াদা করলেও বর্তমানে তা বেমালুম ভুলে গেছে। ১০ টাকার চাল, ফ্রি সার, প্রতিটি ঘরে চাকুরী দেয়ার পরিবর্তে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি আর দলীয় লোকদেরকেই চাকুরী দেয়ার প্রকাশ্য নির্দেশ শুনে সমগ্র জাতি হতাশ হয়েছে। তিনি অবিলম্বে সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায্যদাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আন্দরকিল্লা ওয়ার্ড কর্তৃক আয়োজিত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন, ওয়ার্ড সভাপতি জাফর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন টেরীবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি লায়ন মোহাম্মদ ওসমান গণি চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইসমাইল। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সদর অঞ্চলের সেক্রেটারী মকবুল আহমদ, ওয়ার্ড সেক্রেটারী খুরশেদ আলম, রেজাউল করিম মুরাদ, আবদুর রহমান শাহীন, শফিক আহমদ, আহমদ কবির, ফয়েজ আহমদ, এইচএম আবু সুফিয়ান, জাফর আলম, আব্বাস উদ্দিন, আমির হোসাইন, শামসুল ইসলাম প্রমুখ।

জামায়াত শীর্ষ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে আলোচনা সভায় অধ্যাপক মুজিব

ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করার ষড়যন্ত্র খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ কখনো মেনে নেবে না

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, দেশ বর্তমানে ১/১১-এর চাইতেও কঠিন অবস্থা অতিক্রম করছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে ভয়াবহ অবস্থায় পৌছেছে। তিনি বলেন, আমাদের গার্মেন্টস সেক্টর ধ্বংসের মুখে পড়ছে। দেশের শিল্প সেক্টরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারকে রাজনৈতিক বুলি উচ্চারণ বন্ধ করে অতি দ্রুত স্থায়ী মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন করতে হবে। দেশ আজ গভীর সংকটে নিমজ্জিত। বিভিন্ন দুর্ঘটনায় প্রতিদিনই মানুষ মারা যাচ্ছে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। গুম, খুন ও সন্ত্রাস বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ আতংকিত। মানুষের জান-মালের কোন নিরাপত্তা নাই। আওয়ামীলীগ নিজ দলীয় লোক দিয়ে বাদি, সাক্ষী আর বিচারক নিয়োগ দিয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠন করে তথাকথিত যুদ্ধ অপরাধের বিচারের নামে ইসলামী রাজনীতি এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করার গভীর ষড়যন্ত্র করছে। প্রতিক্ষেত্রেই মানবতা বিরোধী এবং মানবাধিকার লজ্জিত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে একদলীয় শাসন চলছে। বিচার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ দলীয়করণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞরা সরকারের গঠিত তথাকথিত যুদ্ধ অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে দেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বলেছেন এবং এ বিচার প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ হবে না বলে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, সরকার বিরোধী দলকে দমন করার জন্য সরকারী ছত্রছায়ায় বা মদদে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের উপর হামলা ও মামলা করে হয়রানি করছে। অধ্যাপক মুজিব বলেন, সরকার সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে জনগণের দৃষ্টিকে আড়াল করতে দেশপ্রেমিক দেশের বৃহত্তম ইসলামী

সংগঠন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের গ্রেফতার করে ইসলামী আন্দোলনকে দুর্বল করার পাঁয়তারা করছে এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর দমন নীতি চালিয়ে প্রকারান্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দুইজন সহসভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরোয়ারকে সরকার অন্যায়ভাবে আটক রেখেছে এবং এখনও পর্যন্ত মুক্তি দিচ্ছে না। তিনি অনতিবিলম্বে এসব নেতৃবৃন্দকে নিঃশর্ত মুক্তিদানের দাবি জানান। তিনি বলেন, সরকার পুলিশ বাহিনীকে দলীয় কর্মীবাহিনীর ভূমিকা পালনে বাধ্য করছে। আমাদের দেশ রক্ষা বাহিনীকে দুর্বল ও ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। সীমান্ত আজ অরক্ষিত, প্রতিদিন সীমান্তের মানুষকে ভারতীয় বিএসএফ গুলি করে পাখির মত হত্যা করছে। তিনি দেশের স্বাধীনতার পক্ষ ইসলামী শক্তি এবং শ্রমজীবী মানুষকে দেশ, দেশের মানুষ, শিল্প ও শ্রমিককে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানান।

ঢাকা মহানগরীর নির্বাহী পরিষদের সভায় অধ্যাপক মুজিব

শিল্প ও শ্রমিক রক্ষায় অতি দ্রুত স্থায়ী মজুরী কমিশন গঠন ও বাস্তবায়ন করতে হবে

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে ভয়াবহ অবস্থায় পৌছেছে। খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে তাদের উপার্জিত স্বল্প বেতনে সংসার পরিচালনা করা অতি কষ্টকর হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের গার্মেন্টিস সেক্টর ধ্বংসের মুখে পড়েছে। দেশের শিল্প সেক্টরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারকে শ্রমজীবী মানুষের উপর নির্যাতন বন্ধ করে অতি দ্রুত সকল পেশার শ্রমিকদের জন্য স্থায়ী মজুরী কমিশন গঠন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকারী-বেসরকারী অজুহাতে শ্রমিকদের মধ্যে বেতন ও মজুরী বৈষম্য করে রাখা হয়েছে। অধ্যাপক মুজিব বলেন, সরকার গার্মেন্টিস শ্রমিকদের আন্দোলন ও দাবির প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন মজুরী ৩ হাজার টাকা প্রদানের ঘোষণা দেয় অথচ আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা হয় নাই। তিনি সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গার্মেন্টিস শিল্প ও শ্রমিক রক্ষায় পবিত্র কুরবানীর ঈদের পূর্বেই সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরী ৩ হাজার টাকা প্রদান এবং পর্যায়ক্রমে ৫ হাজার টাকায় উন্নীত করার দাবি জানান। অধ্যাপক মুজিব বলেন, গার্মেন্টিস শিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকারকে আরো বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, ট্রেড ইউনিয়ন সেক্টরে সরকারী শ্রমিক সংগঠনের সুপ্রীমসি বন্ধ করতে হবে এবং গার্মেন্টিস সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রতিবন্ধকতা দূর করে স্বাভাবিক ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম চালু ও পরিচালনা সুনিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, শ্রমজীবী মানুষের জন্য নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরিতে সরকারের উদাসিনতায় খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত। সার কারখানাগুলো বন্ধ করে সরকার হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষকে বেকার করেছে। তিনি সকল বন্ধকৃত কারখানা চালু করে চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি জানান।

ফেডারেশনের ঢাকা বিভাগ উত্তর-দক্ষিণ নির্বাহী পরিষদের সভায় অধ্যাপক মুজিব

সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে ভয়াবহ অবস্থায় পৌছেছে। খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে তাদের উপার্জিত স্বল্প বেতনে সংসার পরিচালনা করা কষ্টকর হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের গার্মেন্টিস সেক্টর ধ্বংসের মুখে পড়ছে এবং শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের বিরাট অংশ বেকার হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। দেশ আজ গভীর সংকটে নিমজ্জিত। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। গুম, খুন ও সন্ত্রাস বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। মানুষের জানমালের কোন নিরাপত্তা নাই। দেশে একদলীয় আওয়ামী দুঃশাসন চলছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিদিনই মানবতা বিরোধী এবং মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হচ্ছে। বিচার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ আওয়ামীকরণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞরা সরকারের গঠিত তথাকথিত যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালকে সংবিধান বিরোধী এবং এ বিচার নিরপেক্ষ হবে

না বলে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, সরকার বিরোধী দলকে দমন করার জন্য সরকারী ছত্রছায়ায় এবং মদদে সারাদেশে সন্ত্রাস চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের উপর মিথ্যা মামলা ও হামলা করে হয়রানি করছে। অধ্যাপক মুজিব বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকার ব্যর্থ হয়ে জনগণের দৃষ্টিকে আড়াল করতে দেশপ্রেমিক দেশের বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করে ইসলামী আন্দোলনকে দুর্বল করার পাঁয়তারা করছে এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর দমননীতি চালিয়ে প্রকারান্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামকে মুছে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দুইজনসহ সভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরোয়ারকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দিয়ে সরকারের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড বন্ধ করার আহ্বান জানান। অধ্যাপক মুজিব বলেন, আওয়ামীলীগ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য তাদের বিদেশী প্রভুদের খুশি রাখতে ইসলামী রাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। আদালতকে দিয়ে ইসলামের ফরয পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে ধর্মের উপর চরম আঘাত করেছে। এদেশের শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষ সরকারের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড কখনো মেনে নেবে না। তিনি বলেন, সরকার পুলিশ বাহিনীকে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে দলীয় পেটুয়া বাহিনীর ভূমিকা পালনে বাধ্য করছে। আমাদের দেশ রক্ষা বাহিনীকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল ও ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের সীমান্ত আজ অরক্ষিত, প্রতিদিন সীমান্তের মানুষকে ভারতীয় বিএসএফ গুলি করে পাখির মত হত্যা করছে। তিনি দেশের স্বাধীনতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে সরকারের এ ধরনের অপতৎপরতা বন্ধ করতে দেশের স্বাধীনতার পক্ষ ইসলামী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষকে দেশ, দেশের মানুষ, শিল্প ও শ্রমিককে যুলুমের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ইফতার মাহফিল

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর ইফতার অনুষ্ঠান গরীব দুঃখীদের দুর্দশা লাঘবের এই মাসে সকল পেশার শ্রমজীবী মানুষের ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারে তার জন্য ঈদের কমপক্ষে ৫ দিন পূর্বে বোনাস প্রদানের দাবি করা হয়। বেতন, মজুরীসহ যাবতীয় বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানানো হয়। লেঅফ কৃত ও বন্ধকৃত শিল্পের শ্রমিকগণ ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশনা থাকা উচিত। দাদা ম্যাচ, জুটপ্রেস বেলিং শ্রমিক, চিংড়ি শ্রমিকসহ সকল পেশার শ্রমিকদের যথা সময়ে উৎসব বোনাস প্রদানের উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। ব্যক্তিমালিকানা শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরীর অনুকূলে ২০০০/১০০০ টাকা প্রদানের দাবী করা হয়।

কুরআন নাযিল, কুরআন ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গঠিত সমাজে যাকাত ভিত্তিক অর্থনৈতিক বিধানে সমাজের অবহেলিত বঞ্চিত মানবতা ও সকল পেশার শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মহানগর ভারপ্রাপ্ত আমীর অধ্যাপক আঃ মতিন বলেন। প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, খুলনা মহানগরী শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার অনুষ্ঠান, খালিশপুর নিজস্ব কার্যালয়ে খান গোলাম রসূলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহানগরী সেক্রেটারী, শ্রমিক নেতা আজিজুর রহমান মেহেদী। প্রধান অতিথি অধ্যাপক মাওলানা আঃ মতিন, খুলনা মহানগরী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা মাস্টার শফিকুল আলম, অধ্যক্ষ শাফায়েত আলী মিয়া, আবুল হোসেন, মাহফুজুর রহমান, কাজী কামাল, রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে খালিশপুর, দৌলতপুর, খুলনার বিভিন্ন মিলের ও প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নেতৃবৃন্দ দেশের জন্য, ইসলামের জন্য, গ্রেফতারকৃত জামায়াত, শিবির ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের ঈদের পূর্বে মুক্তির জন্য বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন।

নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভা

তাঁত শিল্পকে ধ্বংসের পাঁয়তারা বন্ধের দাবি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার বৈঠক সম্প্রতি দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি আবদুল কাদের এডভোকেট। অতিথি ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ বিভাগের (দক্ষিণ) সভাপতি মোহাম্মদ উল্লাহ। বৈঠক পরিচালনা করেন জেলা সেক্রেটারি মোহাম্মদ নূরুজ্জামান। বক্তারা বলেন, মীমাংসিত একটি ইস্যুকে পুনরুজ্জীবিত করে প্রথমে যুদ্ধাপরাধ পরে মানবতা বিরোধীর

ধুয়া তুলে জামায়াতের শীর্ষ ৬ নেতাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে কারারুদ্ধ করে বার বার রিমান্ডে নিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে জামায়াতকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। বক্তারা এর নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবি জানান। বক্তারা আরো বলেন, দেশে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি, হত্যা, লুণ্ঠন, টেন্ডারবাজি, দ্রব্যমূল্যের মারাত্মক উর্ধ্বগতিতে মানুষ আজ দিশেহারা। অবিলম্বে এর বিহিত করার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো হয়। এছাড়া সভায় দেশের তাঁত শিল্পকে ধ্বংসের পাঁয়তারা বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। অদূরদর্শী বৈদেশিক মন্ত্রীর কার্যকলাপে বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানির পরিমাণ চরমভাবে হ্রাস পেয়েছে বলে বৈঠকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। ফলে হাজার হাজার কর্মরত শ্রমিক খালি হাতে দেশে ফিরে আসছে। অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। সরকারি ইন্ধনে গার্মেন্টস সেক্টরে বিশৃঙ্খলার কারণে গার্মেন্টস শিল্প আজ ধ্বংসের সম্মুখীন বলেও বক্তারা মন্তব্য করেন।

গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সাংবাদিক সম্মেলন

৩ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি গেজেট নোটিফিকেশনের পথ থেকে কার্যকর করার দাবি

সরকার ঘোষিত ৩ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি গেজেট নোটিফিকেশনের পর থেকে কার্যকর করার দাবি জানিয়েছে "বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদ"। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট মিলনায়তনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি জানানো হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি ঐক্য পরিষদের সমন্বয়কারী এম এন জামান চৌধুরী, কেন্দ্রীয় নেতা আমিরুল হক আমিন, সালাউদ্দিন স্বপন, এম দেলোয়ার হোসেন, সেলিম, মোহাম্মদ রফিক, কাজী মোহাম্মদ আলী, আলমগীর রনী, শামিমা আক্তার প্রমুখ। লিখিত বক্তব্যে সিরাজুল ইসলাম রনি বলেন, গত ২৯ জুলাই সরকার গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য মজুরি বোর্ড কর্তৃক ন্যূনতম ৩ হাজার টাকাসহ ৭টি গ্রেডে মজুরি ঘোষণা করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য গত ৩০ জুলাই থেকে দেশের বৃহৎ রফতানীমুখী পোশাকশিল্পে অস্থিতিশীলতা, নৈরাজ্য সৃষ্টি করে দেশের পোশাক শিল্প ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করার সুগভীর চক্রান্ত করছে একটি মহল। শ্রমিক আন্দোলনের নামে জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙচুর করে পোশাক শিল্পকে তারা ধ্বংস করতে ষড়যন্ত্র করছে। পোশাক শিল্প ধ্বংসের ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে ৭ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো ঘোষিত ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা মজুরী গেজেট নোটিফিকেশনের পর থেকে কার্যকর করা, নতুন ঘোষিত মজুরি কাঠামোতে গ্রেড ৫ ও ৬ পুনর্বিবেচনা করে বৃদ্ধি করা, রমযানের শুরুতেই গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সকল বাধা দুর করা ইত্যাদি।

গার্মেন্টস শিল্প ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের সাথে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে জড়ানো বিকৃত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, গত ২ আগস্ট দৈনিক জনকণ্ঠে "গার্মেন্টস শিল্প ধ্বংস করে অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র" শীর্ষক প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি প্রধান মন্ত্রীর নিকট "গার্মেন্টস ধ্বংস করে অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনে ধ্বংসের জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নামকে ২২ কারণের একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে- এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। মুজিব বলেন, এ প্রতিবেদন উদ্দেশ্য প্রণোদিত, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আন্দোলন আইনে স্বীকৃত নিয়মতান্ত্রিক, গঠনমূলক, উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী। এ ফেডারেশন কোন ধরনের বিশৃংখলাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয় না। এ প্রতিবেদনটি সরকার তথা প্রধানমন্ত্রীকে বিভ্রান্ত করার জন্য করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, অত্যন্ত আশ্চর্য লাগে যারা চলমান গার্মেন্টস আন্দোলনে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে জনপথে নিজেদের ব্যানার ও পতাকা নিয়ে মিছিল করল এবং যেসব ফেডারেশনের নাম পত্র-পত্রিকায় বার বার প্রকাশিত হয়েছে এবং সরকারের সাথে দ্বিমত পোষণ করে মিডিয়ার সামনে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়েছেন। উক্ত প্রতিবেদনে তাদের কোন কথাই উল্লেখ না করে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে জামায়াত সংশ্লিষ্টতার অজুহাত তুলে ষড়যন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ততার একটি বিকৃত মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

শ্রমিক নেতা মাওলানা আব্দুল মালেকের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এক যুক্ত বিবৃতিতে ৮ আগস্ট গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় রাজশাহী

বিভাগ পশ্চিমের শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামীর রাজশাহী মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শ্রমিক নেতা মাওলানা আব্দুল মালেককে গ্রেফতার করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ এ ধরনের গ্রেফতার হয়রানি বন্ধ করে শ্রমিক নেতা মাওলানা আবদুল মালেক এবং ইতোপূর্বে গ্রেফতারকৃত রাজশাহী বিভাগ উত্তরের সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামীর রাজশাহী মহানগরী সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদসহ অন্যায়ভাবে গ্রেফতারকৃত সকল নেতাকর্মীকে নিঃশর্ত মুক্তিদানের দাবি জানান।

দেশের স্বার্থের চাইতে সরকার বিদেশী স্বার্থ রক্ষায় অধিক আগ্রহ দেখাচ্ছে

- অধ্যাপক মুজিব

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং আইআইসিএল-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, বর্তমান সরকার বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার চাইতে বিদেশী স্বার্থ সংরক্ষণে বেশি তৎপরতা দেখাচ্ছে। তিনি বলেন, ভারতের সাথে অসম চুক্তি বাংলাদেশের মানুষ কখনো মেনে নেবে না। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার জুলুম নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করেছে, মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকেছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান আকিদায় অব্যাহতভাবে হামলা চালানো হচ্ছে। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৯ বছর পার হয়েছে। এ ধরনের আঘাত ইসলাম-মুসলমানদের ওপর আর কখনো এ দেশে আসেনি। তিনি দেশবাসী এবং শ্রমজীবী মানুষকে ধৈর্যের সাথে এ ধরনের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানানোর উদাত্ত আহ্বান জানান। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মগবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা মহানগরী সভাপতি কবির আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহানগরী আঞ্চলিক সভাপতিদের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

খুলনা মহানগরী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত

মহসেন জুটমিল, দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরীসহ সকল বন্ধ কল-কারখানা চালু ও ঈদের পূর্বেই ঈদ বোনাসসহ সকল বকেয়া পরিশোধের দাবি জানিয়েছে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরী পরামর্শ পরিষদ বৈঠকে সংগঠনের মহানগরী সভাপতি খান গোলাম রসূলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উক্ত দাবী জানানো হয়। বৈঠকে বক্তারা পবিত্র রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য স্বল্প আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা এবং সকল কল-কারখানায় ২০ রমজানের মধ্যে শ্রমিক-কর্মচারীদের ঈদ বোনাসসহ সকল বকেয়া পরিশোধের দাবী জানান। পবিত্র রমজানে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সেক্রেটারী আজিজুর রহমান, আবুল হোসেন, মাহফুজুর রহমান, সাখাওয়াত হোসেন ও জাহাঙ্গীর হোসেন।

মাওলানা এমদাদুল হকের ইন্তেকালে

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও গোপালগঞ্জ জেলা সভাপতি মোফাচ্ছেরে কোরআন মাওলানা এ কে এম এমদাদুল হকের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান এবং ফেডারেশনের খুলনা মহানগরী সভাপতি খান গোলাম রসূল ও সেক্রেটারী আজিজুর রহমান। বিবৃতিতে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনাসহতার পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

শ্রমিক কল্যাণ ঢাকা জেলা উত্তরের উদ্যোগে

ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা জেলা উত্তরের উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল গত ২০ আগস্ট ২০১০ তারিখে সাগর ভেন্ডারস্থ লাবনী চাইনিজ রেস্টুরেন্টে জেলা সভাপতি জনাব মোঃ মনসুর

রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ বিভাগের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আশুলিয়া থানার আমীর এডভোকেট শহিদুল ইসলাম। ইপিজেড অঞ্চলের প্রায় ২০০ জন কর্মী ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা মহানগরী দাদা ম্যাচ বন্ধে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নিন্দা

বেআইনী ও অবৈধ শ্রমিক কর্মচারীকে টারমিনেশনের মধ্য দিয়ে খুলনার ঐতিহ্যবাহী দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরির পুরোপুরিভাবে বন্ধ ঘোষণায় তীব্র নিন্দা করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরী নেতৃবৃন্দ। ঐতিহ্যবাহী দাদা ম্যাচ একটি লাভজনক মিল। বিগত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মিলটির উৎপাদন বন্ধের পর ১৮ আগস্ট থেকে পরিকল্পিতভাবে মিলটি বন্ধ ঘোষণা করেন মিল কর্তৃপক্ষ। পবিত্র রমজান মাসে এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে মিলটি বন্ধ করে মিলের প্রায় ৭৫০ শ্রমিক কর্মচারীর সকলকে টারমিনেশন করায় তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে অসহায় দিন কাটাতে হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী দাদা ম্যাচ মিলটি বন্ধের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরীর সভাপতি খান মুহাম্মদ গোলাম রসূল, সেক্রেটারী আজিজুর রহমান, আফতাব উদ্দিন হাওলাদার, আবুল হোসেন, মাহফুজুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

খুলনা মহানগরী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন খুলনা মহানগরী শাখার উদ্যোগে এক ঈদ পরবর্তী ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান খান গোলাম রসূলের সভাপতিত্বে নিজস্ব কার্যালয় খালিশপুরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী খুলনা মহানগরীর সেক্রেটারী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রমিক নেতা মুঃ আজিজুর রহমান। বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিক, শ্রমিক নেতা মাহফুজুর রহমান, আবুল হোসেন, জিএম শাহাবুদ্দিন, কাজী কামাল উদ্দিন, শাখাওয়াত হোসেন, এ্যাড. আঃ হাকিম, রফিকুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম, দবিরউদ্দিন মোল্লা, মেহেদী হাসান প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বন্ধ মিল কারখানা চালু, ব্যক্তি মালিকানাসহ সকল শিল্প শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী ৫০০০ টাকা নির্ধারণ, বদলী, শ্রমিকদের নিয়ম অনুযায়ী স্থায়ীকরণ ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির পথ, ইসলামী শ্রমনীতি চালু করার জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। এ ছাড়া সভায় সাবেক মন্ত্রী ও জামায়াতের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ গ্রেফতারকৃত সকল নেতা-কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির জন্য দাবি জানানো হয়।

দোহারে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

গত ১৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, দোহার উপজেলার উদ্যোগে উপজেলা সভাপতি নূর-এ-আলম ঝিলুর সভাপতিত্বে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। রাইপাড়া দারুল ইসলামে অনুষ্ঠিত এই ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ বিভাগীয় সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ। বক্তাগণ অবিলম্বে জামায়াত নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবি করেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি এক কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার হাতে নগদ বার হাজার টাকা তুলে দেন এবং নব দম্পতির জন্য দোয়া করেন।

শ্রমিক নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ ফেডারেশনের ২০ জন নেতা কর্মীকে গ্রেফতারের ঘটনা সারা দেশে তীব্র প্রতিবাদ, নিন্দা জ্ঞাপন ও মুক্তিদাবী

কুমিল্লাহ শহর

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও সকল নেতৃবৃন্দের কারামুক্তির দাবিতে কুমিল্লা শহরের ফারুকী হাউজ মাঠে শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপদেষ্টা কাজী দ্বীন মোহাম্মদ। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা জেলা সভাপতি মুজিবুর রহমান ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন মোঃ মোছলেহ উদ্দিন মাস্টার, এমদাদুল হক প্রমুখ।

রাজবাড়ী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাজবাড়ী জেলা শাখার উদ্যোগে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মোঃ মুজিবুর রহমানসহ সকল নেতাকর্মীর মুক্তির দাবিতে গত ৮ নভেম্বর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পৌর কার্যালয়ে এক সমাবেশ জেলা শাখার সহ সভাপতি মোঃ আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি মোঃ হাফিজুর রহমান।

মানিকগঞ্জ

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃত অন্য নেতাদের মুক্তির দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মানিকগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি আবু তাহের ও জেলা সেক্রেটারি মোঃ আওলাদ হোসেন। অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তি দেয়ার আহ্বান জানান মানিকগঞ্জ জেলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী)

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতিসহ সকল জামায়াত নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে চৌমুহনীতে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চৌমুহনী শহর সভাপতি অধ্যাপক নূর নবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলা সভাপতি আব্দুল আহাদ কাসেমী প্রমুখ।

মাগুরা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ সকল শ্রমিক নেতাদের মুক্তির দাবি এবং অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মাগুরা জেলার উদ্যোগে আল আমীন কমপ্লেক্স মিলনায়তনে ফেডারেশনের দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক নেতা অধ্যাপক এমবি বাকেরের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন আতাউর রহমান মিজান, মো. ফরিদ আহমদ, বাবর আহমদ, জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, সরকার দেশ পরিচালনায় নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করতে সাজানো মিথ্যা মামলায় শ্রমিক নেতাসহ ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করছে।

বানারীপাড়া (বরিশাল)

বানারীপাড়া উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাইতুন নাজাত মসজিদ কমপ্লেক্সে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ সকল নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মো. হাবিবুল্লাহ মোল্লার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বরিশাল জেলা পশ্চিমের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা জামায়াত আমীর শাহ মো. মুনিরুল ইসলাম, সেক্রেটারি মাওলানা আবুল কাশেম জহির প্রমুখ।

কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃত সকল জাতীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আদর্শ সদর পূর্ব থানার উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। থানা সভাপতি শাহ আলম সোহেল ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে শহর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণের কুমিল্লা শহর শাখার প্রধান উপদেষ্টা ও

জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য কাজী দ্বীন মোহাম্মদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সরকার বিভিন্ন মিথ্যা ও খোড়া অজুহাতে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও হয়রানি করছে। তিনি নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

নীলফামারী

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব লেবার এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে মিথ্যা অজুহাতে গ্রেফতার এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে সাজানো মিথ্যা মামলা দায়েরের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে নীলফামারী জেলার ১৬টি ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি ও সেক্রেটারী এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিদাতারা হলেন- জলঢাকা উপজেলা নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি মো. লোকমান হোসেন, সেক্রেটারি জয়নাল আবেদীন, জলঢাকা উপজেলা দোকান কর্মচারী শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি মো. হামিদুল ইসলাম, সেক্রেটারী মো. আবদুল ওয়াদুদ, জলঢাকা উপজেলা কাঠমিস্ত্রী শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সেক্রেটারি কাজী মফিজ, জলঢাকা উপজেলা লেবার শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী আলী, টেংগনমারী রিকশা ভ্যান শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি মুশফিকুজ্জামান চৌধুরী, সেক্রেটারি মো. আবদুল মালেক, বালার পুকুর রিকশা ভ্যান শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি মো. আলতাফ হোসেন, বেরুবন্দ লেবার শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের মো. আইয়ুব আলী; খেরকাটি হাট কুলি মজুর শ্রমিক কল্যাণ ইউনিয়নের সভাপতি মো. নূর হোসেন সরদার, সেক্রেটারি মো. আমজাদ হোসেন, কৈমারি কুলি মজুর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. ফজলুল হক কেটু, শৈলমারি কুলি মজুর ইউনিয়নের সভাপতি মো. বাবুল হোসেন, সেক্রেটারি নজরুল হক বানু, মীরগঞ্জ হাট লেবার শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. মিজানুর রহমান, তিনবট কুলি মজুর ইউনিয়নের সভাপতি মো. আবুল কালাম আজাদ, চাপানীহাট রিকশা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সেক্রেটারী প্রমুখ।

ফরিদপুর সদর রিকশা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ সকল নেতাকর্মীর মুক্তির দাবিতে ফরিদপুর সদরে রিকশা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফরিদপুর সদর শাখার কার্যালয়ে রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আবু বকর ছিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ফরিদপুর জেলা সভাপতি মো. শাহজাহান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সদর অঞ্চলের সভাপতি মো. আব্দুর রাজ্জাক। প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমান সরকার ইসলাম, ইসলামী রাজনীতিসহ গণতন্ত্রকে নস্যাতের ষড়যন্ত্র হিসেবে অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেছে।

সোনাইমুড়ি (নোয়াখালী)

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সোনাইমুড়ি উপজেলা শাখার উদ্যোগে এ কে এম বেলাল আহম্মদ এর পরিচালনায় উপজেলা কার্যালয়ে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন উপজেলা জামায়াতের আমীর মো. হানিফ মোল্লা, মসজিদ মিশন উপজেলা সভাপতি মাওলানা আবদুল বাকী, সেক্রেটারি রহিম উল্যাহ বিএসসি, উপজেলা ছাত্রশিবির সভাপতি আবদুল মতিন প্রমুখ।

সাতক্ষীরা

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং মুক্তির দাবিতে সাতক্ষীরা শহর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। ৫ নং ওয়ার্ড সভাপতি মো. আ. সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শহর সভাপতি মো. ফখরুল হাসান লাভলু, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শহর সেক্রেটারি মাস্টার আ. হান্নান। প্রধান অতিথি অবিলম্বে অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃত সকল নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন।

শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রিয় নির্বাহী পরিষদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রিয় নির্বাহী পরিষদের এক বৈঠক মগবাজারস্থ কার্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মদ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার সাবেক এমপি, কেন্দ্রীয় সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাস্টার শফিকুল আলম, প্রচার সেক্রেটারি এড. এসএম আবদুল হাইসহ গ্রেফতারকৃত সকল নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলা

প্রত্যাহারের জোর দাবি জানানো হয়। বৈঠকে ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০০৬ সালে আওয়ামী লীগ লগি-বৈঠা দিয়ে মানুষ হত্যা করে ইতিহাসের জঘন্যতম মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছে। এখনো পর্যন্ত এসব খুনের কোন বিচার হয়নি। যারা প্রকাশ্যে এ খুন করেছিল পরবর্তীতে ষড়যন্ত্রের পথ ধরে আঁতাতের নির্বাচন করে তারা ক্ষমতায় বসেছে। বৈঠকে নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান সরকার ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী রাজনীতিকে ধ্বংস করার অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। সরকারের এহেন চক্রান্তের বিরুদ্ধে যাতে কোন প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদ সংগঠিত হতে না পারে সেই জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে হয়রানি করছে। নেতৃবৃন্দ দেশ থেকে ইসলামী রাজনীতি এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করার অপতৎপরতা বন্ধ করার জোর দাবি জানান এবং জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ শিবির ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি জানানো হয়।

মাগুরা

অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ জামায়াতের শীর্ষ নেতাকর্মীদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের প্রতিবাদে মাগুরা জেলার কুচিয়ামোড়া বাজারে মুসহিন আলীর সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান মেহমান ছিলেন মাগুরা জেলার আমীর আব্দুল মতিন। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় নেতাকর্মীগণ। সমাবেশে বক্তাগণ জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন।

শালিখা উপজেলা

এছাড়া শালিখা উপজেলার গোড়াগাছীতে থানা আমীর মাওলানা মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে রুকন ইজতেমা ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান মেহমান ছিলেন জেলা সভাপতি অধ্যাপক এমবি বাকের।

ছাতক

সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ দেশব্যাপী গ্রেফতারকৃত চারদলীয় জোট নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে জামায়াতের ছাতকের ভাতগাঁও ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি নূর আহমদ হিরনের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি আবুল বশরের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম তালেব। বক্তব্য রাখেন সিলেট মহানগর জামায়াত নেতা উবায়দুল হক শাহিন, মিজানুর রহমান, কয়েছ আহমদ লিটন, নূরুল হুদা, আলী হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, ইদরাজ, ফায়েক প্রমুখ। সভায় বক্তারা অবিলম্বে দেশব্যাপী গ্রেফতারকৃতসকল নেতাকর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের নামে প্রহসন বন্ধ করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান।

ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁও জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে জামায়াত অফিসে শ্রমিকদের এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক নেতা নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যাপক বেলাল উদ্দীন প্রধান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আমীর মো. আলমগীর। আরো উপস্থিত ছিলেন শহর সেক্রেটারি কফিলউদ্দিন আহম্মেদ, ইউনুস আলী, শ্রমিক নেতা আব্দুল জলিল, মিজানুর রহমান, জাহেরুল, আব্দুল করিম ও বেলাল হোসেন প্রমুখ।

বিরামপুর (দিনাজপুর)

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে পল্টন ট্রাজেডিতে আওয়ামী লগি-বৈঠার তাণ্ডবে নিহত শহীদ হাবিবুর রহমানের রুহের মাগফিরাতের জন্য আয়োজিত দোয়া মাহফিল থেকে গ্রেফতার ও ইতোপূর্বে গ্রেফতারকৃত সকল নেতাকর্মী ও শ্রমিক কল্যাণের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ারসহ সকলকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে সকলের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বিরামপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে শ্রমিকের দলীয় কার্যালয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মেহেদী হাসান চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির আলোচনা রাখেন জামায়াতের উপজেলা আমীর অধ্যাপক মুহাদ্দিস এনামুল হক। আলোচনা করেন জেলা সহ-সভাপতি মাওলানা আশরাফুল ইসলাম, বিরামপুর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মমতাজ উদ্দিন, রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের উপজেলা সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, সেক্রেটারি আবুল কাসেম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উপজেলা সেক্রেটারি হারুনুর রশীদ, মুজিবুর রহমান, পৌর সভাপতি প্রভাষক মামুনুর রশীদ, ওয়েল্ডিং শ্রমিক ইউনিয়নের উপজেলা সভাপতি মেছতার আলী, কাঠমিস্ত্রী উপজেলা সভাপতি তহসিন আলী প্রমুখ।

পলাশবাড়ী (গাইবান্ধা)

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামীর

সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ বিরোধী দলের সকল নেতাকর্মীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পলাশবাড়ি উপজেলা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় দলীয় কার্যালয়ে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের পলাশবাড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক বেলাল উদ্দিন সরকারের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাওলানা আঃ মজিদ আকন্দ। বক্তব্য রাখেন আ. রাজ্জাক, শাহজাহান, মাওলানা মকবুল হোসেন, আ.হান্নান, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা)

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সহ ২০ জন নেতাকর্মীকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা শাখায় এক প্রতিবাদ সমাবেশ স্থানীয় অফিস চত্ত্বরে শাখা সভাপতি অধ্যাপক আমীর উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সুন্দরগঞ্জ উপজেলা সহসভাপতি শামছুল হক সরকার, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবু সোলায়মান সাজা। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন মাটিকাটা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি লুৎফর রহমান, রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক সভাপতি মতিয়ার রহমান, ট্রাক শ্রমিক সভাপতি আবদুল করিম ও নৌকা শ্রমিক সভাপতি রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

লক্ষীপুর

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর শহর শাখার উদ্যোগে জেলা কার্যালয়ে শহর সভাপতি মোমিন উল্লাহর সভাপতিত্বে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র ঘোষিত উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা সেক্রেটারী আবুল খায়েরসহ জেলা ও শহর নেতৃবৃন্দ।

মৌলভীবাজারসদর উপজেলা

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সদর উপজেলা সভাপতি সেলিম খানের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সমাবেশ স্থানীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি সাইফুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সেক্রেটারী ও পৌর সভাপতি সাইফুল ইসলাম ফরমান। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে সরকারের বর্তমান কার্যকলাপের সমালোচনা করে বলেন, এই সরকার ইসলামী দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মূলত: ইসলামকে উৎখাত করার পরিকল্পনায় লিপ্ত রয়েছে। তিনি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ সকল নেতাকর্মীর মুক্তি দাবী করেন।

চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, কেন্দ্রীয় শ্রমিক নেতা এড. এসএম আবদুল হাই ও শফিকুল আলমসহ ২০ জন নেতাকর্মীকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে পুলিশ গ্রেফতার করায় শ্রমিক কল্যাণ চট্রগ্রাম মহানগরীর সভাপতি অধ্যাপক আহছানুল্লাহ ও সেক্রেটারী আবু তাহের খান, বিভাগীয় সভাপতি মুহাম্মদ ইসহাক ও সেক্রেটারী সেলিম পাটোয়ারী, সদর অঞ্চল সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান ও সেক্রেটারি মকবুল আহমদ তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠার তাণ্ডবে নিরীহ শ্রমিক হাবিবুর রহমান শহীদ হন। শহীদ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য শ্রমিক কল্যাণের কেন্দ্রীয় সভাপতি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ঢাকার মিরপুরে গিয়েছিলেন। মানবিক মূল্যবোধের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা না জানিয়ে পুলিশ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে তাদের সহ ২০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে।

রাজবাড়ী

জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সহ ২০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে রাজবাড়ীতে জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন রাজবাড়ী জেলা জামায়াতের আমীর আবু গালিব, আলতাফ হোসাইন ও আজিজুর রহমান, তারা অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের দাবী জানান।

রাজশাহী পূর্ব জেলা

জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ ২০ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে রাজশাহী পূর্ব জেলার চারঘাট ও বাঘায় প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চারঘাটে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী পূর্ব জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর জনাব রেজাউর রহমান ও বাঘার সভায় বক্তব্য রাখেন রাজশাহী পূর্ব জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মাইনুল ইসলাম। তারা অবিলম্বে অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ গ্রেফতারকৃত সকলের মুক্তির দাবী জানান।

নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সমাবেশে এটিএম আজহার

রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েই সরকার জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে

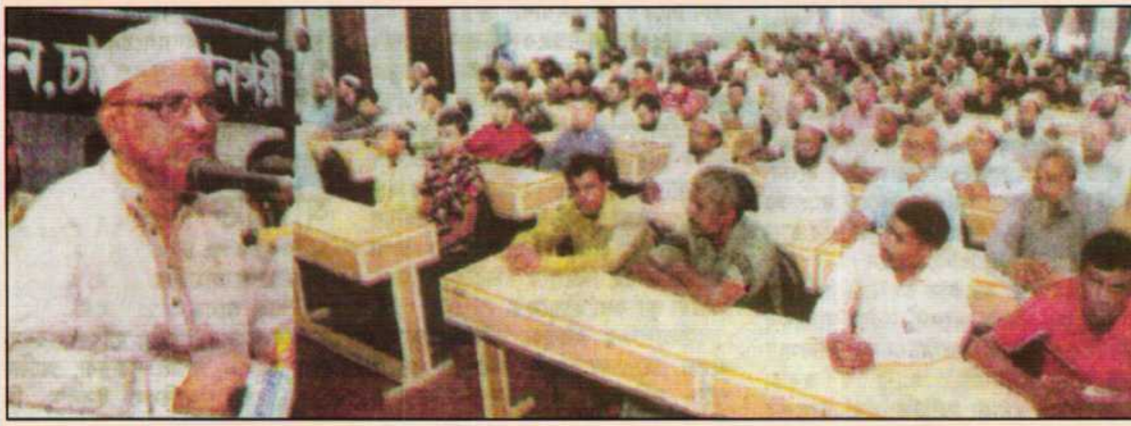

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেসব্রিফিং করছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলাম

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে সরকার এখন জামায়াতে ইসলামীসহ বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, গত ২৩ মাসে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন এই মহাজোট সরকার বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে যতগুলো মিথ্যা মামলা দিয়েছে ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে ৫ বছরেও এতোগুলো মামলা দায়েরের ঘটনা ঘটেনি। তাই বর্তমান এই মহাজোট সরকারকে মামলাবাজ সরকার বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে যেসব ওয়াদা দিয়ে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এখন সেইসব ওয়াদা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়ে এবং সরকার তাদের এই সীমাহীন ব্যর্থতা ঢাকতেই বিরোধী দলের নেতাদের নামে একের পর মিথ্যা ভিত্তিহীন মামলা দিয়ে জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের ঢাকা মহানগরী সভাপতি কবির আহমদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগর জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী নূরুল ইসলাম বুলবুল। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশেনর কেন্দ্রীয় জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেন, ঢাকা মহানগরী সহসভাপতি মির্জা মিজানুর রহমান, শ্রমিক নেতা সাইফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান মাসুম, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

প্রধান অতিথি বলেন, ২০০৭ সালের অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আওয়ামী লীগ যেহেতু তাদের আন্দোলনের ফসল হিসেবেই দাবি করে, কাজেই এ অবৈধ সরকার ক্ষমতায় আসার আগে রাজধানীসহ সারাদেশে যতগুলো রাজনৈতিক খুন আর হত্যা হয়েছে তার সবগুলোর দায়ভারও আওয়ামী লীগকেই নিতে হবে। সংবিধান লংঘন করে ঐ সময়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অবৈধভাবে যারা অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তারা নিজেরাই ছিলেন অবৈধ। আর সে কারণে ঐ অবৈধ সরকারের দেয়া নির্বাচনে অংশ নিয়ে যারা আজ ক্ষমতায় তারা নিজেরা অর্থাৎ আজকের আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারও অবৈধ। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ মুখে সেনা শাসনকে অবৈধ বললেও ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগই কিন্তু সেনা সরকারের অধীনে এমনকি জরুরি অবস্থাতেই নির্বাচনে যেতে রাজি হয়েছিল। পরে চারদলীয় জোটের তীব্র বিরোধিতা আর আপত্তির মুখে সেই সময়ের সেনা সরকার জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। তিনি বলেন ঐ সময়ে জামায়াতসহ বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ না নিলে দেশে আজ গণতন্ত্র থাকতো কিনা সন্দেহ। (৪এর পাতায় দেখুন)

সরকারের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে

- মকবুল আহমদ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব মকবুল আহমদ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর মকবুল আহমদ বলেছেন, বর্তমান সরকার অতীতে যেমন তাদের কথা রাখেনি, এখনও রাখছে না। তারা ১০ টাকা কেজি চাল খাওয়ানোর কথা বলেছিল, ঘরে ঘরে চাকরি দেয়ার কথা বলেছিল, বিনামূল্যে সার দেয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসে নিজেদের করা ওয়াদা ভুলে গেছে। তিনি বলেন, তারা জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে সন্ত্রাসী বলে। কিন্তু এ পর্যন্ত তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলেই ৮৯ জন খুন হয়েছে। এসব খুনের ঘটনায় কোথাও চিরুনী অভিযান হয়নি। অথচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারাদেশে চিরুনী অভিযান চালিয়ে নিরীহ মানুষদের হয়রানি করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, অনেক সময় মামলাও থাকে না। আগে ধরে নিয়ে গিয়ে পরে মামলায় জড়ানো হয়। তিনি বলেন, আমরা জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করছি। সরকার তার ওয়াদা ভুলে গিয়ে জুলুম নির্যাতন করছে। এর প্রতিবাদ করা ঈমানী দায়িত্ব। তিনি সরকারের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে ঐক্যবদ্ধভাবে বৃহত্তর গনআন্দোলন গড়ে তুলতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মগবাজারস্থ আল ফালাহ মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতের নায়েবে আমীর একেএম নাজির আহমদ। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান প্রমুখ।

মকবুল আহমদ তার বক্তব্যে বলেন, জুলুম নির্যাতন প্রতিনিয়তই হচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনের উপর জুলুম নির্যাতন নতুন কিছু নয়। তা সত্ত্বেও কাজ করে যেতে হবে। তিনি বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কল-কারখানা বন্ধ রেখে দাবী আদায়ের পক্ষে নয়। সত্যিকার অর্থে অধিকার আদায়ের জন্য সমাজের প্রত্যেককে প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, আমাদের মধ্যে অনেকে অধিকার নিয়ে সচেতন থাকলেও, দায়িত্ব নিয়ে ততটা সচেতন থাকেন না। তিনি শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে আত্মগঠন, পরিবার গঠন ও সমাজ গঠনে ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। *(৫-এর পাতায় দেখুন)*